

# এইচ এস সি বাংলা

## চাষার দুফু রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

প্রশ্ন ১ "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান  
মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম।  
বর্ষা যখন হইত গাজির গায়েন আইত  
রঞ্জো ঢেগে গাইত, আনন্দ পাইতাম  
বাউলা গান ঘাটু গান আনন্দের তুফান  
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥"

এই কবিতাংশে কৃষকদের এত আনন্দের কারণ তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

[রা. বো.; কৃ. বো.; চ. বো.; ব. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. 'পখাল' শব্দটির অর্থ কী? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাংলার মানুষের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে উল্লেখিত কৃষকের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের মতো সুখী-সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পেতে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের উপায় কী বলে লেখিকা মনে করেন? ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'পখাল' শব্দটির অর্থ— পাত্তা।

খ. "শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক" উক্তিটি দ্বারা প্রাবন্ধিক 'চাষিদের বিলাসিতার দিকটিকে বুঝিয়েছেন।

এদেশে চাষিদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, নুন আনতে পাত্তা ফুরায়। আগে যেখানে চাষিরা নিজেদের বস্ত্র নিজেরাই তৈরি করত, সেখানে আধুনিক সভ্যতার আগমনে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে চাষিরা আরও হতদরিদ্র হয়ে পড়েছে। এর মানে সভ্যতার নানা উপাদান চাষিকে বিলাসী করে তুলেছে। আর এ অবস্থাটিকে বোঝাতেই প্রাবন্ধিক প্রগোস্ত উক্তিটি করেছেন।

গ. উদ্দীপকে গ্রাম-বাংলার মানুষের সম্বল ও বর্ণিত জীবনযাপনের কথা উল্লেখ থাকলেও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে আধুনিক সভ্যতার ফলে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখিকা উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় কিছু শহুরে লোক সমৃদ্ধ ও সম্বল জীবনযাপন করলেও কৃষকদের পেটে খাদ্য নেই, শীতে গরম কাপড় নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। তখন টাকায় পঁচিশ সের চাল পাওয়া গেলেও কৃষকেরা তা কিনতে পারত না। এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষকেরা পাত্তা ভাতের সাথে লবণ পর্যন্ত জোটাতে পারত না। এই পরিস্থিতির জন্য লেখিকা এক শ্রেণির মানুষের সভ্যতা নামক বিলাসিতাকে দায়ী করেন। সে বিলাসিতা কৃষক রমণীদেরও মারাত্মকভাবে স্পর্শ করেছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উদ্দীপকে কৃষকের অতীতের স্বনির্ভরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আগেকার দিনে কৃষকের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামের সবাই আনন্দে মেতে উঠত। সেখানে না ছিল ধর্মের ভেদাভেদ, না ছিল কোনো বৈষম্য। পৌষ-পার্বণ বা বর্ষা মৌসুমে সবাই একত্রে জারি গান, সারি গান, বাউল গানের আসর বসাত। উদ্দীপকের কৃষকদের এত আনন্দ ও স্বনির্ভরতার চিত্র 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে অনুপস্থিত। সুতরাং বলতে পারি, উদ্দীপকে কৃষকদের আনন্দঘন ও উৎসবমুখর চিত্র প্রতিফলিত হলেও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের বিপরীত জীবনচিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের লেখিকা কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ও কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশা ও কৃষক রমণীদের বিলাসিতার ফলে সৃষ্ট সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার কুপ্রভাবে কুটিরশিল্প ধ্বংস হলে কৃষকদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। এছাড়া কৃষক রমণীরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে যেভাবে অকর্মণ্য হয়েছে, প্রবন্ধের লেখিকা সে অবস্থার উত্তরণে যৌক্তিক কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে কৃষকের অতীত ঐতিহ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতীতে কৃষকের গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, মরাইভরা ধান থাকার কারণে আনন্দ ছিল জীবনে। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে কৃষকেরা হাসি-আনন্দে মেতে থাকত। বর্ষাকালে বৃষ্টিমুখর দিনে তারা সমবেত হয়ে জারি, সারি, বাউল ও ঘাটু গান গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করত। তাদের এ আনন্দের মূল কারণ— তারা ছিল স্বনির্ভর ও নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী। অতীতে কৃষকেরা বিলাসিতায় মত্ত না হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে ব্যস্ত থাকত।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা চাষিদের দুঃখ ও রমণীদের বিলাসিতা দূর করে কর্মমুখী করার বেশ কিছু কার্যকর পরামর্শ দিয়েছেন। লেখিকা দেশবন্ধুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন কৃষকের দুঃখ দূর করার জন্য যত্নবান হন। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য লেখিকা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। 'মরাই ভরা ধান, ঢাকাই মসলিন' ইত্যাদি লাভ করার জন্য নারীর হাতে তৈরি শিল্পসমূহ পুনরুদ্ধারেও গুরুত্ব দেন। এজন্য জেলায় জেলায় পাটের চাম অথবা কার্পাসের চাম প্রচুর পরিমাণে হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত দেন। এছাড়া চরকা ও এন্ডি সূতার প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। অতএব বলতে পারি, 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের লেখিকা কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য উপর্যুক্ত যে উপায়গুলোর কথা বলেছেন তা বাস্তবায়ন করতে পারলেই তারা উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের মতো সুখী-সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পাবে।

প্রশ্ন ২ বাংলাদেশের কুটির শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে নকশী কাঁথা। গ্রামের মেয়েরা সূঁচ-সূতার সাহায্যে অপূর্ব নকশা তোলে কাপড়ে। এই নকশী কাঁথা নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। বিদেশে রপ্তানি হয় নকশী কাঁথা। এভাবে দরিদ্র মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। শহরেও কুটির শিল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এটি এখন একটি লাভজনক ব্যবসা। এর ফলে আমাদের লোকশিল্প তার হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছে।

[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. 'টেকো' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২  
গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'টেকো' শব্দের অর্থ হলো— সূতা পাকাবার যন্ত্র।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।



গ। উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কুটির শিল্পের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রাম-বাংলায় একসময় হস্ত ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কুটির শিল্পের মাধ্যমে গৃহবধূরা বস্ত্রসহ গৃহস্থালির নানা প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অর্থও উপার্জন করত। পরবর্তীতে যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে এ শিল্পের কদর কমে যায়। ফলে গ্রামীণ অনেক পরিবারই আর্থিক সংকটে পড়ে। আলোচ্য 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রাবল্ধিক চাষাদের দুর্দশা নিরসনে তাই কুটির শিল্পের ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

উদ্দীপকে গ্রামীণ কুটির শিল্পের অন্যতম উপাদান নকশী কাঁথার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নকশী কাঁথা আমাদের লোক শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। আধুনিককালে যান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবেও এর আবেদন পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। তাই বর্তমানে এ শিল্পের চাহিদা দেশের গভি ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে যা দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাবল্ধিক বিষয়টি অনুধাবন করেই কৃষক সমাজের সুদিন ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে কুটির শিল্পের প্রসার কামনা করেছেন। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকে বিধৃত কুটির শিল্পের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দিকটিই 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ। লোক-ঐতিহ্য রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুটির শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রাবল্ধিক দেখিয়েছেন, অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি কুটির শিল্পগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজকে চরম সংকটে পড়তে হচ্ছে। এবূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষিত হয়ে ওঠার পাশাপাশি কুটির শিল্পের সুদিন ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

উদ্দীপকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরীখে কুটির শিল্পের উপযোগিতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের লোকশিল্পের অন্যতম শাখা কুটির শিল্প। গুণ ও মানে অনন্য হওয়ার কারণেই এদেশের কুটির শিল্প স্বমহিমায় আজও টিকে আছে। এমনকী এ শিল্পের চাহিদা বর্তমানে দেশের গভি পেরিয়ে বিদেশেও বিস্তৃত হচ্ছে যা আমাদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আলোচ্য 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের প্রাবল্ধিকও এমনটিই প্রত্যাশা করেছেন।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রাবল্ধিক গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, ঘরে ঘরে চরকা ও রমণীদের হাতে টেকো থাকলে চাষাদের সংসারে অভাব থাকবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা এভাবে কুটির শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে। আলোচ্য উদ্দীপকেও নকশী কাঁথা ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত ভাব— আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুটির শিল্পের ভূমিকা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। 'হায়রে কিষণ—

তোদেরই শীর্ণ দেহ দেখে মোর অশ্রু মানে না  
বুলবুলিতে ধান লুটে নেয়, তবু কেন ঘুম ভাঙে না।।  
পৌষ পার্বণে গোলার ঘরে, শূন্য দেখে অশ্রু ঝরে  
শ্যামল গায়ের মুখরতা, থেমে যে যায় অনাহারে  
এরা পিশাচ অনাহারী, ঘরে ঘরে ক্ষুধার তাড়না।।

(য. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা একটি গদ্য গ্রন্থের নাম লেখো। ১
- খ. "অনুকরণপ্রিয়তা নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে"— প্রসঙ্গটিতে লেখিকা কোন বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য নিবুপণ করো। ৩

ঘ. 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষার দারিদ্র্য বিড়ম্বিত জীবন চিত্রের পাশে চাষার দুফু যথার্থে দূর হয় এমন বস্তব্যও আছে— যা উদ্দীপকে নেই— বস্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত একটি গদ্যগ্রন্থের নাম হলো 'অবরোধবাসিনী'।

খ. আলোচ্য উক্তিটিতে লেখিকা কৃষকদের বিলাসিতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

লেখিকার মতে, কৃষকদের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেই তারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করা শুরু করে দেয়। তখন কৃষক বউ-ঝিয়ার যাতায়াতের জন্য সওয়ারি, ধান ভানতে ভারানির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া তারা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের প্রতিও ঝুঁকে পড়েছে। হাতে তৈরি এড়ি বস্ত্রের পরিবর্তে জুট ফ্লানেল, ফ্লোরের পরিবর্তে সোডার ব্যবহার তাদের বিলাসী মনোভাবেরই ইঙ্গিত করেছে।

গ। কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনচিত্রের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার এক মর্মভূদ দলিল। লেখিকা ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির ফিরিস্তি তুলে ধরে কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষকদের দৈন্যদশা সত্যিই হতাশাজনক।

উদ্দীপকের কবি কৃষকদের দুরবস্থা দেখে দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছেন। কৃষকরা সারাদিন পরিশ্রম করে কিন্তু বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে তারাই শেষে অনাহারে ধুঁকতে থাকে। অনাহারে থাকা তাদের জীর্ণ-শীর্ণ দেহ দেখে কবি তাঁর অশ্রু ধরে রাখতে পারেন না। আলোচ্য প্রবন্ধেও লেখিকা ভারতবর্ষের কৃষকদের দুরবস্থার কথা বলেছেন। তাদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। পান্ডাভাতে লবণও জোটাতে না পেরে সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুইয়ে লবণের অভাব মেটাতে চেষ্টা করে। রংপুরের কৃষকেরা চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাটশাক, লাউ শাক সিন্ধ করে খেতে বাধ্য হয়েছে। কৃষকদের মানবতর জীবনযাপনের দিকটিই উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

ঘ। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষার দুর্দশা লাঘবে লেখক বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেও উদ্দীপকে তা না থাকায় প্রশ্নোক্ত বস্তব্যটি যথার্থ।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধটিতে লেখিকা ভারতবর্ষের কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। এ শোচনীয় অবস্থার কারণও তিনি অনুসন্ধান করেছেন। একইসাথে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন।

উদ্দীপকে কবি দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের জীবনধারা তুলে ধরেছেন। অনাহারে তাদের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সব ফসল ঘরে তুলতে পারে না কৃষকেরা। আলোচ্য প্রবন্ধেও কৃষকদের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। তবে প্রবন্ধে সমাধানের পথ বলা হলেও উদ্দীপকে তা নেই।

কৃষকদের দুর্দশার জন্য লেখিকা সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। অনেক কৃষকও এই বিলাসিতার বিষে আক্রান্ত। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য লেখিকা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ধ্বংসের পথে থাকা গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া বিলাসিতা ত্যাগ করে পরিশ্রম করাকেই প্রয়োজনীয় মনে করেছেন তিনি। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কৃষকদের দুরবস্থা বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ, সেখানে এ সকল সমাধানের পথ বলা হয়নি। তাই বলা যায় যে, উক্ত বস্তব্যটি যথার্থ।



**প্রঃ ৮** আব্দুল করিম আমলাগাছী গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে সে মাঠে ফসল ফলায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলালেও সংসার ঠিকমতো চালাতে পারে না সে। পরিবারের সকলের চাহিদা মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এত পরিশ্রম করেও নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো অবস্থা তার। *[ক. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২]*

- ক. একথানা 'এন্ডি' কাপড় অবাধে কত বছর টেকে? ১
- খ. 'পাছায় জোটে না ত্যানা'— কারণগুলো তুলে ধরো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'নুন আনতে পানতা ফুরায়'— 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিচার করো। ৪

#### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** একথানা এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ বছর পর্যন্ত টেকে।

**খ** 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে দেড়শ বছর পূর্বের ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

চটকল বা পাটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। পাটকলের শ্রমিকেরা তখন ৫০০-৭০০ টাকা বেতন পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করত। কিন্তু পাট উৎপাদনকারী কৃষকেরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানবেতর জীবন কাটাত। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা কোনোটাই ঠিকমতো জুটতো না। অন্যদের বস্ত্র সমস্যা মেটাতে তারা পরিশ্রম করত কিন্তু নিজেদের পরিধানের বস্ত্র ছিল না। 'পাছায় জোটে না ত্যানা'— প্রবাদটির মাধ্যমে তৎকালীন কৃষকদের জীবনযাত্রার কবুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

**গ** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর প্রবন্ধে চাষীদের দুঃখ-দৈন্যের চিত্র তুলে ধরেছেন যা উদ্দীপকেও প্রস্ফুটিত হয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঙ্কনার কথা বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষকের ক্ষুধায় খাদ্য জুটতো না, শীতে বস্ত্র জুটতো না এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। লবণের অভাবে সমুদ্রতীরের মানুষ সমুদ্রের জলে চাল ধুয়ে ভাত রান্না করে খেত। কৃষকেরা কষ্ট করে পাট উৎপাদন করত কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাত পাটকল শ্রমিকেরা।

উদ্দীপকের আব্দুল করিম আমলাগাছী গ্রামের দরিদ্র কৃষক। দিন-রাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে ফসল ফলায়। তবুও পরিবারের সকলের চাহিদা মিটিয়ে সংসার চালাতে তার পক্ষে সম্ভব হয় না। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকেরা শোচনীয় জীবন-যাপন করে। তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু তাদের নিজেদের পেটে ভাত জোটে না। চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক, ইত্যাদি সেন্ধ খেয়ে পেটের ক্ষুধা মেটায়। মানবেতর জীবন-যাপনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** প্রবন্ধে লেখিকা কৃষকদের মানবেতর জীবন-যাপনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থতা দান করে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা কৃষিকে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রধান বৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ সেই কৃষকেরই পেটের ক্ষুধা মেটে না। পান্ডাভাতে তাদের লবণও জোটে না। সমুদ্র তীরবর্তী মানুষ সমুদ্রের লোনা জলে চাল ধুয়ে লবণের অভাব মেটায়।

উদ্দীপকের করিম আমলাগাছী গ্রামের দরিদ্র কৃষক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলালেও ঠিকমতো সংসার চালাতে পারে না সে। সকলের জন্য খাদ্যের জোগান দেওয়ার তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ঠিক যেন নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো অবস্থা। আলোচ্য প্রবন্ধে কৃষক সমাজের এহেন চিত্রই ফুটে উঠেছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের দারিদ্র্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা কষ্ট করে ফসল ফলায় কিন্তু নিজেরা পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের পান্ডা ভাত খাওয়ার জন্য লবণও জোটে না। চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাটশাক ইত্যাদি খেয়ে পেটের ক্ষুধা মেটায়। উদ্দীপকের কৃষকও নিজে ফসল ফলিয়ে পেট ভরে খেতে পারে না। পরিবারের সকলের চাহিদাও সে মেটাতে অক্ষম। প্রবন্ধের কৃষকের মতো তারও নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

**প্রঃ ৯** ব্রিটিশ শাসনামলে নীলকর সাহেবরা কৃষকদের অগ্রিম টাকা (দাদন) প্রদান করে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। নগদ টাকা পেয়ে কৃষকরা কিছুদিন আরাম আয়েশে কাটাত। উৎপাদিত নীল যখন ইংরেজরা অতি স্বল্প মূল্যে নিয়ে যেতো তখন খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠত। ক্ষুধায় কাতর মানুষগুলো আর দাদন নেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলেও নগদ টাকার লোভ সামলাতে পারত না। বাধ্য হয়ে তারা অল্প অল্প জমি বিক্রি করত। ক্রমশ জমি কমতে থাকায় অভাব আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এভাবেই তারা অভাব-চক্রের মাঝে আবর্তিত হতো। *[ক. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

- ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন? ১
- খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— উক্তিটির মর্মার্থ লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের কৃষকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষার যাপিত-জীবনের কতটুকু মিল রয়েছে— আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ক্ষেত্রে অভাব চিরায়ত"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষার যাপিত জীবনের সঙ্গে উদ্দীপকের কৃষকের যাপিত জীবনের মিল আছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের কৃষকদের দারিদ্র্যের চিত্র বিবৃত হয়েছে। এখানে কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এমনকি তাদের পান্ডাভাতে লবণও জোটে না। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও রংপুরের কৃষকগণ চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাটশাক, লাউশাক সিন্ধ করে খেয়ে জঠরযন্ত্রণা নিবারণ করে। আবার কোনো কোনো কৃষক বিলাসিতার বিষে অক্লান্ত। এছাড়া গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণসমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী।

উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনামলে নীলকররা নীলচাষ ও দাদন ব্যবসার মাধ্যমে এদেশীয় কৃষকদের সর্বস্বান্ত করেছে। নীলচাষের ফলে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে ওঠে। ক্ষুধায় কাতর মানুষগুলো আর দাদন নেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলেও অর্থের প্রয়োজন থাকায় তারা নীলচাষে বাধ্য হয়। এভাবে তারা নিরন্তর দারিদ্র্যের বেড়াজালে ঘুরপাক খায়। একইভাবে উদ্দীপকের কৃষকদের জীবনচিত্রের সঙ্গে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকদের দারিদ্র্যের মিল পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষাদের অভাবের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে এবং প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দীপকে আছে কৃষকদের দারিদ্র্যের ছবি।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে ব্রিটিশ বেনিয়াদের অপশাসন ও কৃষকদের বিলাসিতার কারণেই তারা কীভাবে দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবস্থা এতই খারাপ যে, তাদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এমনকি তাদের পান্ডাভাতে লবণ পর্যন্ত জোটে না। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও চাল কেনার ক্ষমতা কৃষকদের নেই। এছাড়া গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। বঞ্চিত কৃষকদের দারিদ্র্যের চিত্রই এ প্রবন্ধের মূল অংশ।



উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে আছে ব্রিটিশদের দানন ব্যবসা ও কৃষকদের নীলচাষ। তবে এই দানন ও নীলচাষ 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মতো উদ্দীপকের কৃষকদেরও সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। ফলে দরিদ্র কৃষকদের খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে তারা অল্প অল্প জমি বিক্রি করে। জমি কমতে থাকায় অভাব আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে তাদের মাঝে অভাব যেন চিরায়ত রূপ ধরে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধ এবং আলোচ্য উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট যে ভিন্ন, তা উপর্যুক্ত আলোচনায় বোঝা যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের অভাবের চিত্র প্রতীয়মান হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় ক্ষেত্রে অভাব চিরায়ত— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৬



কৃষকের জীবনসংগ্রাম— ভোর থেকে মাঠে কাজ করতে করতে ক্লান্ত। এরই ফাঁকে খাবার সেরে নিচ্ছেন। [কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. এন্ড্রি কী? ১
- খ. বিহার অঞ্চলের মানুষরা পত্নী-কন্যা বিক্রয় করত কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সংগ্রাম, 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের যে দিকটি উন্মোচন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের চিত্রটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবের ধারক হয়ে উঠতে পারেনি।"— মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. এন্ড্রি হলো মোটা রেশমি কাপড়।

খ. বিহার অঞ্চলের মানুষরা অভাবের তাড়নায় খাদ্যের বিনিময়ে পত্নী-কন্যা বিক্রয় করত।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে বর্ণিত তৎকালীন বিহার অঞ্চলের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাদের অবস্থাটা যেন নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতোই। তারা প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করতে পারত না। তাই তারা নিরুপায় হয়ে মাত্র দুই সের খেসারির বিনিময়ে পত্নী-কন্যা বিক্রি করে দিত।

গ. উদ্দীপকের সংগ্রাম 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে বর্ণিত চাষার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ কঠোর পরিশ্রমী জীবনকে উন্মোচন করে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কৃষকরা ফসল ফলায়। কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরি তারা পায় না। তাদের কঠিন পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে সামন্তবাদী জমিদাররা। তারা থেকে যায় শোষিত, বঞ্চিত। উদ্দীপকেও এমন একটি চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

উদ্দীপকের চিত্রে দেখা যায়, কৃষকরা ভোর থেকে মাঠে কাজ করতে করতে ক্লান্ত। তারা একটু বিশ্রামের সুযোগ পায় না। এমনকি কাজের ফাঁকেই তাদেরকে খাবার খেয়ে নিতে হয়। আলাদা কোনো বিরতি পায় না তারা। এমন কঠোর জীবনসংগ্রামে তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাদের কষ্টার্জিত ফসল দিয়ে অন্যরা তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। অথচ কৃষকরা তাদের ন্যায্য মজুরিটুকুও পায় না। ফলে তারা পরিবার নিয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটায়। প্রবন্ধের লেখিকা বিষয়টির প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ঘ. চাষীদের দুঃখময় জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কোনো পরামর্শ বা ইজিৎ নেই বলে উদ্দীপকের চিত্রটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবের ধারক হয়ে উঠতে পারেনি।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা কৃষকদের দুঃখ-কষ্টের কারণ ও তা থেকে উত্তরণের কয়েকটি নির্দেশিকা দিয়েছেন। আমাদের দেশের কৃষকরা তাদের শ্রম ও তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। এর প্রধান কারণ সুবিধাবাদী কিছু ক্ষমতাবান, স্বার্থপর শ্রেণির শোষণ। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের শিক্ষা সচেতনতার অভাব, তৃতীয়ত, অধুনা কৃষকদের কৃষিকাজের প্রতি অনীহা, ধনীদেবের মতো বিলাসিতার অনুকরণ, হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কৃষক নারীদের অবহেলা।

উদ্দীপকে কৃষকজীবনের একটি সংগ্রামের চিত্র আঁকা হয়েছে। তা হলো মাঠে চাষাদের সংগ্রাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তারা শ্রমের সঠিক মূল্য পায় না। তাই তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। পাশাপাশি তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য উত্তরণের কোনো চিত্র বা দিক-নির্দেশনা এখানে নেই।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্জনীর চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষকদের অতীত ঐতিহ্য, পশ্চাৎপদ নারী সমাজের চিত্র, গ্রামীণ জীবনে বাংলার কুটির শিল্পের সম্ভাবনা, চাষীদের শিক্ষা ও কৃষিকাজে আগ্রহী করে তোলা, নারীর কর্মসংস্থান ও সমার্থ্য প্রভৃতি বিষয় ও ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, যা উদ্দীপকের চিত্রে অনুপস্থিত। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের ভাব ও বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে উদ্দীপকের চিত্রটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।— প্রস্তোত্ত্ব এমন মন্তব্য সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ সভ্যতার শুরুর হয়েছিল কৃষিকাজের মাধ্যমে। কৃষক শ্রেণি যদি কৃষি কাজ না করেন তাহলে পৃথিবীর সাড়ে ছয়শ কোটি মানুষ কী খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তাই কৃষকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। কৃষকের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে। [বরিশাল ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. চাষার দারিদ্র্য দূর করার উপায় কী? ১
- খ. কৃষিকাজকে এ দেশের মেবুদণ্ড বলার কারণ কী? বুঝিয়ে দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বস্তব্য 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মূল সুর— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "কৃষকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন।"— উদ্ভৃতিটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. চাষার দারিদ্র্য দূর করার উপায় হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার ও দেশি শিল্পের প্রসার।

খ. সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি কৃষি তাই কৃষিকাজকে এদেশের মেবুদণ্ড বলা হয়।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীনকাল থেকে কিছু কিছু কুটির শিল্প বা ছোটোখাটো পেশা থাকলেও কৃষিই ছিল এদেশের মানুষের প্রধান পেশা। এমনকি বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে, আমাদের দেশ তখনও কৃষির বিকাশকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং, কৃষির মূল চালিকাশক্তি চাষারা অর্থাৎ কৃষিকাজই এদেশের মেবুদণ্ড এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ. 'চাষার দুফু' প্রবন্ধটিতে সমাজে কৃষকদের অবদান এবং তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকাহিনি ও তা থেকে উত্তরণের উপায় বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে বলে, উদ্দীপকে বর্ণিত বস্তব্য 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মূল সুর বলা যায়।



'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষাদের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তা থেকে উত্তরণের উপায় বলে দিয়েছেন লেখক। চাষাদের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান বেহাল অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধে। কিন্তু এ দুঃখগাঁথার পাশাপাশি দুঃখ মোচনের উপায়ও বর্ণনা করেছেন লেখক।

উদ্দীপকে কৃষকদের অবদানের কথা বলা হয়েছে। সভ্যতার উন্মেষ থেকে কৃষকরা সমাজে অবদান রেখে চলেছে। তাদের কাজ ছাড়া মানব সমাজের টিকে থাকাই কষ্টকর। তাই কৃষকদের প্রতি রাষ্ট্র, সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধেও চাষার অক্লান্ত পরিশ্রম, শোচনীয় অবস্থা এবং তা থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে, যা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বস্তব্য 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মূল সূর।

৭। কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঙ্কনার মর্মসুদ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জীবন ও সভ্যতার অগ্রগতি হলেও কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়। কৃষকদের এই মূর্খ অবস্থা থেকে বের করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপকে কৃষকদের অবদানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তারা পৃথিবীর মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে। কিন্তু সমাজের লোকেরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এছাড়া রাষ্ট্রব্যবস্থাও তাদের প্রতি যত্নশীল থাকে না।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা যেন কৃষকদের দুঃখ দূর করার জন্য যত্নবান হন। কৃষকদের এই দুঃখজনক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কুটির শিল্পসমূহ পুনরুৎসাহের প্রতিও গুরুত্ব দেন। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দেন তিনি। নারীশিল্পসমূহের পুনরুৎসাহ করার ব্যবস্থা করার প্রতি তিনি জোর দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, চাষাদের দুঃখ দূর করতে দেশবন্ধুদের যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত। তাই উদ্দীপকের উদ্ভূতিটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে যুক্তিযুক্ত।

৮। বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় যে কয়টি শিল্প বর্তমানে সচল রয়েছে তার মধ্যে পোশাক শিল্পই সর্বোত্তম। এ শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে দুই হাজারের বেশি পোশাক কারখানা রয়েছে। এসব পোশাক কারখানায় লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব শ্রমিক ন্যূনতম মজুরিও পাচ্ছে না। অথচ পোশাক কারখানার মালিকরা এই শ্রমিকদের শোষণ করে দিনে দিনে বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে বিলাসিতার গা ভাসায়। ফলে শ্রমিকরা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রকৃত নাম কী? ১
- খ. 'আল্লাহতা'লা এত অবিচার কীভাবে সহ্য করিতেছেন'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের শ্রমিকেরা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধি? নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের পোশাক শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন।

৭। কৃষকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবমূল্যায়নের দিকটি বোঝাতে লেখিকা আলোচ্য উদ্ভূতিটি করেছেন।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা আমাদের দেশের চাষীদের নির্মম দারিদ্র্যজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের এ দারিদ্র্যের মূলে তিনি অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবমূল্যায়নকে দায়ী করেছেন। চাষীরাই সমাজের মেবুদন্ত। তাদের পরিশ্রমে ধান, পাটসহ নানা ফসল উৎপাদিত হয়। আমাদের পাটকল আর চটকলের কর্মচারীরা মাসে ৫০০-৭০০ টাকা বেতন পেয়ে নবাবি হালে চলে। কিন্তু পাট যারা উৎপাদন করে সেই চাষীদের পেটে ভাত জোটে না। পরনে কাপড় দূরের কথা ত্যানাও জোটে না। চাষীদের এমন দারিদ্র্য ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনের দিকে লক্ষ করে লেখিকা নিত্য পরিতাপের সঙ্গে উচ্চারণ করেন: আল্লাহ তায়াল্লা এত অবিচার কীভাবে সহ্য করিতেছেন? অর্থাৎ আল্লাহ তায়াল্লা এতো অবিচার সইবে না। তাই শক্তিমানদের কৃষকদের মৌলিক অধিকার পূরণ করা উচিত।

৮। উদ্দীপকের শ্রমিকরা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের দরিদ্র-বঞ্চিত কৃষকদের প্রতিনিধি।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা দরিদ্র শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না দিয়ে নিজদের বিত্তবান করে তোলে। আর দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকরা প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের পোশাক কারখানার লাখ লাখ শ্রমিকদের অধিকার বঙ্কনার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুই হাজারের বেশি পোশাক কারখানা শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরিও পাচ্ছে না। অথচ পোশাক কারখানার মালিকরা এই শ্রমিকদের শোষণ করে দিনে দিনে বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে বিলাসিতায় গা ভাসায়। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধেও লেখিকা চাষাদের দুঃখ-বঙ্কনার চিত্র তুলে ধরেছেন। কৃষকরা জমিতে ফসল ফলিয়ে ন্যায্য মজুরি পায় না। ফলে তাদেরকে অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন কাটাতে হয়। লজ্জা ঢাকবার মতো বস্ত্রও তারা জোগাড় করতে সক্ষম হয় না। এর মূলে বিত্তবানদের উদাসীনতা ও অবহেলা। তারা চাষীদের ঠকিয়ে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করে। তাই শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের শ্রমিকরা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের অবহেলিত কৃষকদের সার্থক প্রতিনিধি— এ কথা প্রতিপন্ন হয়।

৯। উদ্দীপকের পোশাক শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণে তাদেরকে শিক্ষা সচেতন ও সমাজসচেতন হয়ে ঐক্যবন্ধ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

অজ্ঞতা, মূর্খতা ও দাসত্বের মনোভাবের কারণে আমাদের সমাজের শ্রমিক শ্রেণির মানুষ অধিকার বঞ্চিত হয়। তাদের মানবিক দুর্বলতা ও সরল বিশ্বাসের সুযোগে মালিকপক্ষ তাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তারা সুশিক্ষা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ঐক্যবন্ধভাবে তাদের মৌলিক দাবি আদায় করতে পারে না বলে মানবেতর জীবনযাপন করে। এমন চিত্র উদঘাটিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা চাষীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের পেছনে কতগুলো কারণ ও তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। চাষীদের দুর্দশার জন্য তিনি জমির মালিকদের দায়ী করেছেন। তারা কৃষকদের শ্রমের সঠিক মূল্য দেয় না। তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বিলাসপূর্ণ জীবনের জন্য কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ভোগ করে। কিন্তু কৃষকদের ন্যূনতম চাহিদার কথা ভাবে না। পল্লিগ্রামের চাষীদের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়লেও তা দূর করার যথার্থ পদক্ষেপ নেই। দ্বিতীয়ত, পল্লি চাষীদের ধনীদেব দেখাদেখি বিলাসিতার অনুকরণে চাষাবাদের কাজে অনীহা প্রদর্শন ও তাঁতবোনা ও কুটির শিল্পের প্রতি তাদের অবহেলার কারণে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে নিপতিত হয়। উদ্দীপকের পোশাক শ্রমিকদেরও মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার জন্য মালিকপক্ষে নিষ্ঠুর মানসিকতা ও শ্রমিকদের শিক্ষা সচেতনতা ও ঐক্যবন্ধতার অভাব দায়ী।



উদ্দীপকের পোশাক শ্রমিকদের ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধ অনুযায়ী কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, কারখানার মালিক ও জমির মালিকদের সং ও মানবিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক কৃষকদের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের চাহিদা সচেতন হয়ে ঐক্যবন্ধ পদক্ষেপে মৌলিক অধিকার আদায় করে নিতে হবে। তৃতীয়ত, স্ব স্ব পেশাগত দায়িত্ব তাদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। চাষীদের চাষাবাদের কাজে, গ্রাম্যবধূদের তাঁতবোনা ও কুটির শিল্পে মনোনিবেশ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কাজে সমাজ নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। এভাবে সমাজসচেতনতার মধ্য দিয়ে কৃষক-শ্রমিক জেগে উঠলে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

**প্রশ্ন ৯** "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।"

গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান,  
মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম।  
বর্ষা যখন হইত গাজির গায়ের আইত  
রঙে ঢঙে গাইত, আনন্দ পাইতাম  
বাউলা গান ঘাটু গান আনন্দের তুফান  
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥"

এই কবিতাংশে কৃষকদের এত আনন্দের কারণ তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

- ক. 'পখাল' শব্দটির অর্থ কী? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাংলার মানুষের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কোন সময়ের মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে? আলোচনা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের মতো সুখী-সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পেতে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনমান উন্নত করার উপায় কী বলে লেখক মনে করেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'পখাল' শব্দটির অর্থ— পাতা।

**খ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে অন্তত শতাধিক বছর পূর্বের মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশার পাশাপাশি শত বছর পূর্বে কৃষকদের যে ভালো অবস্থা ছিল তার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন কৃষকরা সমৃদ্ধশালী ছিল। কৃষকদের প্রচুর ধান হতো, অনেক গরু ছিল এবং তাঁদের কাজ ছিল। কৃষক রমণীরা তখন নিজের হাতে সুতা কেটে বাড়ির লোকের জন্য কাপড় তৈরি করত। তারা হেসে খেলে বস্ত্র সমস্যা দূর করত।

উদ্দীপকের কৃষকের অতীতের স্বনির্ভরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আগেকার দিনে কৃষকের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে সবাই আনন্দে মেতে উঠত। পৌষ-পার্বণ বা বর্ষা মৌসুমে সবাই একত্রে জারি গান, সারি গান, বাউল গানের আসর বসত। উদ্দীপকের কৃষকদের এত আনন্দ ও স্বনির্ভরতার চিত্র আমরা 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে শত বছর পূর্বের কৃষকদের মধ্যে খুঁজে পাই। তাই বলা যায়, 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের শতাধিক বছর পূর্বের কৃষকদের চিত্র ফুটে উঠেছে উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামবাংলার মানুষের মতো।

**ঘ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ১০** দরিদ্র কৃষক গনি মিয়া নিজের জমি নেই। অন্যের জমিতে বর্গাচাষি হিসেবে কাজ করে ৭ জন সদস্যের সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যান। প্রচণ্ড অভাব, না খেয়ে থাকা তার পরিবারের নিত্য ঘটনা। গনি মিয়ার মেয়ে আসমা হাতের কাজ জানতো এবং বাবার সঙ্গে পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে যাচ্ছিল। দেখা গেল অচিরেই মেশিনের কাজের কদর বেড়ে যাচ্ছে। আসমা হতাশ না হয়ে নিজের কিছু গচ্ছিত টাকা ও অর্থ ঋণ করে একটি সেলাই মেশিন কিনে অর্থ উপার্জনের পথটি সুগম রাখলো। *[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

- ক. 'টেকো' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন? ২  
গ. উদ্দীপকে গনি মিয়ার সঙ্গে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষীদের সাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩  
ঘ. 'উদ্দীপকে আসমার স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সঙ্গে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখক যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা একসূত্রে গাঁথা'— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** টেকো শব্দের অর্থ সুতা পাকাবার যন্ত্র।

**খ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ.** 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকদের দুর্দশার সঙ্গে উদ্দীপকের চাষি গনি মিয়ার দুর্দশার সাদৃশ্য নির্মিত হয়।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে আধুনিক সভ্যতার ফলে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখিকা এক শ্রেণির মানুষের সভ্যতার নামে বিলাসিতাকেও কৃষকদের দুর্দশার জন্য দায়ী করেন। কৃষকরা কষ্ট করে পাট উৎপাদন করত কিন্তু স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পাটকল শ্রমিকেরা।

উদ্দীপকের গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। দিন-রাত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। অন্যের জমিতে বর্গাচাষ করে নিরলস পরিশ্রমের পরও সকলের চাহিদা মিটিয়ে সংসার চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকেরা শোচনীয় জীবন যাপন করে। তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু তাদের নিজেদের পেটে ভাত জোটে না, চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক সেস্ব করে খেয়ে ক্ষুধা মেটায়। মানবেতর জীবনযাপনের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.** উদ্দীপকের বক্তব্যে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকার প্রত্যাশার সার্থক প্রতিকলন ঘটেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখিকা তার প্রবন্ধে পঞ্চাৎপদ কৃষক সমাজের জীবনমানের উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি কৃষকদের ও তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। নারীদেরও সচেতনভাবে কুটির শিল্পে আবার আত্মনিয়োগ করে ভাগ্যের উন্নতি ঘটানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বর্গাচাষি গনি মিয়া সন্তানদের খাবারের যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। সে সময় তার মেয়ে আসমা হস্তশিল্পের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। সভ্যতার সাথে পাট দিতে গিয়ে হা-হুতাশ না করে সেলাই মেশিনের মাধ্যমে তার উপার্জনের পথ সুগম রাখেন। এক্ষেত্রে আসমার উদ্যোগ সময়োপযোগী ও যথার্থ।

উদ্দীপকে হস্তশিল্পের মাধ্যমে আসমার স্বনির্ভর হয়ে ওঠার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সংসারে সম্বলতা আনতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা ছিলো প্রশংসনীয়। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকার বক্তব্যে উদ্দীপকের এ কথাই প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা মনে করেন, আমাদের দেশের কৃষকরা আলস্য ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করে কুটিরশিল্পের প্রতি মনোযোগী হলে সকল সমস্যার সমাধান হবে। এতে তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। সার্বিক দিক বিবেচনায় এ কথা বলতে পারি উদ্দীপকের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সঙ্গে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা একসূত্রে গাঁথা।



**প্রশ্ন ১১** চাঁদপুর জেলার লক্ষীপুর গ্রামের লোকজন কৃষিনির্ভর ছিল। একসময় সে অঞ্চলের কৃষকরা উৎপাদিত ফসলে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য জেলার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করত। এখন সেখান আগের মতো ফসল উৎপাদিত হয় না। পাশের গ্রামে গড়ে ওঠা কলকারখানায় এখনকার কৃষকরা চাকরি করে। মাসিক বেতনের টাকায় দৈনন্দিন জীবন নির্বাহসহ তারা ইলেকট্রিক সামগ্রীসহ আধুনিক জীবনযাপনের উপকরণ কিনে। এখন তারা কিছুটা বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত। এ জীবন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

[সত্যের স্মার্টমস্ট পাখরিক সুরল গ্র্যাত কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. 'মহীতে' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. এন্ডি কাপড় হারিয়ে গেল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩  
ঘ. 'এ জীবন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে—  
উক্তিটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কতটা যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'মহীতে' শব্দের অর্থ পৃথিবীতে।

**খ** কারখানায় নানা রঙের চিকন সুতার কাপড় উৎপন্ন হওয়ায় এন্ডি কাপড় একসময় হারিয়ে যায়।

বাংলার ঘরে ঘরে একসময় এন্ডি কাপড় তৈরি হলেও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে কারখানায় চিকন সুতার বর্ণিল কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। সেগুলো দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি দামেও সস্তা। ফলে এন্ডি কাপড়ের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিচিত্র রং, সহজলভ্যতা ও দামে সস্তা হওয়ার কারণে এন্ডি কাপড় একসময় হারিয়ে যায়।

**গ** কৃষকদের বিলাসী জীবন-যাপনের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য আছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা ছেড়ে বিলাসী জীবন-যাপনের দিকটি তুলে ধরেছেন। কৃষক তাদের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ও স্বনির্ভর কৃষি অর্থনীতি থেকে বের হয়ে সভ্য হওয়ার নামে দারিদ্র্য জর্জরিত হয়ে পড়েছে। একদল কৃষক কৃষি কাজ ছেড়ে চটকল-পাটকলে চাকরি করেছে এবং নবাবি হালে চলছে, কিন্তু সেই পাট যারা উৎপাদন করে তারা দরিদ্রতায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কৃষকদের এমন পেশাগত পরিবর্তন তাদের সাময়িকভাবে বিলাসী করে বটে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিও করেছে।

উদ্দীপকে চাঁদপুরে জেলার লক্ষীপুর গ্রামের কৃষিনির্ভর লোকজনের পেশাগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। একসময় গ্রামটি কৃষিনির্ভর ছিল। ফলে ওই গ্রামের লোকজন উৎপাদিত ফসলে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য জেলায় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করত। কিন্তু এখন আর আগের মতো ফসল উৎপাদিত হয় না। কারণ গ্রামের পাশে গড়ে ওঠা কারখানায় এখন কৃষকেরা চাকরি করে। মাসিক বেতনের টাকায় দৈনন্দিন জীবন নির্বাহসহ আধুনিক জীবনযাপনের উপকরণ কেনে। এ জীবন তাদেরকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক বলেছেন, কৃষকদের দরিদ্রতার জন্য সভ্যতার নামে বিলাসীতাই দায়ী। তাই বলা যায়, সভ্যতা বা আধুনিকতার নামে কৃষকের বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** 'এ জীবন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে—  
উদ্দীপকের এই উক্তিটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক আধুনিক সভ্যতায় ভারতবর্ষে উন্নয়নের দিকটি দেখিয়েছেন। কিন্তু এই তথাকথিত সভ্যতা প্রাচীন। ঐতিহ্যবাহী কৃষিনির্ভর ও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান অস্বনির্ভরশীল সমাজ ব্যবস্থাকে কীভাবে দুর্দশাগ্রস্ত করেছে তার বাস্তব চিত্রও তিনি তুলে ধরেছেন। শহরের কলকারখানায় কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে বটে

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং তারা কৃষিনির্ভর হয়ে চরম দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। ফলে সভ্যতার নামে যে নতুন জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে তা আংশিক দিক থেকে স্বস্তি দিলেও বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় তা সকলের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

উদ্দীপকে কৃষিনির্ভর একটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আধুনিকতার নামে সামাজিক বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। চাঁদপুর জেলার লক্ষীপুর গ্রামের কৃষকরা উৎপাদিত ফসলে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য জেলার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। কিন্তু এখন আর আগের মতো সেখানে ফসল উৎপাদিত হয় না। কারণ পাশের গ্রামে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানায় কৃষকেরা চাকরি করে। মাসিক বেতনের টাকায় দৈনন্দিন জীবন নির্বাহসহ তারা আধুনিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ জীবন তাদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে বলা হয়েছে সভ্যতার নামে পুরাতন ঐতিহ্যবাহী কৃষিকর্ম ও কুটিরশিল্প ত্যাগ করার ফলে কৃষকরা পরনির্ভরশীল হয়ে ক্রমশ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা তাদেরকে সভ্য করলেও স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। উদ্দীপকের লোকজনও পেশা পরিবর্তন করে আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হলেও স্বস্তি পাচ্ছে না। তাই 'এ জীবন কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও তাদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে'— উদ্দীপকের এ উক্তিটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ১২** 'হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী

দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া রাশি,  
মানিহীন দিনগুলো, সেই সন্ধ্যায়ান  
সেই গো চারণ, শান্ত সামগান।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. সভ্যতার আগমনে রমণীরা ক্ষারের পরিবর্তে কীসের ব্যবহার শুরু করেছিল? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক' বলতে লেখিকা কী বুঝিয়েছেন? ২  
গ. সভ্যতার সর্বগ্রাসী রূপটি কীভাবে উদ্দীপকে ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না,— কথ্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** সভ্যতার আগমনে রমণীরা ক্ষারের পরিবর্তে সোডা ব্যবহার শুরু করেছিল।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** সভ্যতার সর্বগ্রাসী রূপে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে যে মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়েছে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে সে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে সভ্যতার অগ্রগতিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিবৃপ প্রভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে গ্রামের কৃষকের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ-কষ্ট। উদ্দীপকেও সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবে প্রকৃতি-পরিবেশের ধ্বংসের বিষয়টি উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে নব সভ্যতাকে নিষ্ঠুর ও সর্বগ্রাসী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সভ্যতার বিবৃপ প্রভাবে প্রকৃতিতে নেই আগের মতো নির্মলতা। সেই তপোবনের শীতল ছায়া এখন শুধুই স্মৃতি হয়ে গেছে। যাত্রিকতার ফলে বড়ো বড়ো অট্টালিকায় রীতিমত উজাড় হচ্ছে বন-বনানী। ফলে সারাদিনের কর্ম-বাস্তবতার পর একটু প্রশান্তিতে সময় কাটানো এখন আর হয়ে ওঠে না। অডিও, সিডি, ভিসিডিসহ মিউজিকের নিত্য-নতুন আবিষ্কারে গায়ের শান্ত সামগান এখন শোনা যায় না। সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। 'চাষার দুফু' প্রবন্ধেও সভ্যতার অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে চাষীদের জীবনে যে দুর্ঘোণ নেমে এসেছে সে বিষয়টি আলোকপাত করা



হয়েছে। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন এ অগ্রগতিতে ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রাম, স্কিমার, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি, টেলিফোন ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে শহুরে জীবন সমৃদ্ধ ও সম্বল হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এছাড়াও সভ্যতার নতুন আবিষ্কারে কিছু কিছু কৃষকের মাঝেও বিলাসিতা দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রামীণ কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে মানুষ চরম সংকটে দিনাতিপাত করছে।

উদ্দীপকটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের আংশিক ভাবকে ধারণ করে মাত্র। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে না।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা ভারতবর্ষের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা, বিলাসিতা, সভ্যতার করালগ্রাসের প্রভাব, গ্রামীণ আত্মনির্ভরশীল সমাজের সংকট ও এসব থেকে উত্তোলনের পন্থা বর্ণনা করেছেন। সভ্যতার বিবৃপ প্রভাবকে প্রসঙ্গায়িত করে আলোচনা গতিময় করা হয়েছে মাত্র। উদ্দীপকে প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত না হয়ে কেবল সভ্যতার অবিনাশী প্রভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফল তুলে ধরা হয়েছে। সভ্যতার উৎকর্ষ জাতির জন্য আশীর্বাদ হলেও এর অতিরঞ্জিত প্রভাব অভিশাপ হিসেবেও বিবেচিত হয়। তেমনি প্রভাব উদ্দীপকে প্রতীয়মান হয়। এক সময় যেখানে ছিল ঘন বন-বনানী, গাছগাছালি ও তরুছায়া আবৃত এখন সেসব উজাড় হয়ে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। সন্ধ্যায়ানোর জন্য সেই পুকুর, ক্লাস্তিহীন সেই গ্রহর এখন শুধুই স্বপ্ন। এর প্রধান কারণ নিষ্ঠুর সভ্যতা।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে সভ্যতার অবিনাশী প্রভাব ফুটে উঠলে মূলত লেখিকা কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ের প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, কৃষক অনাহারে, অর্ধাহারে আধুনিক সমাজে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। শহরের মানুষ দালান-কোঠা, রেল, ট্রামওয়ে, স্কিমার, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদির সুবিধা পেয়ে দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। অথচ গ্রামের কৃষক লবণের অভাবে পাত্রা ভাত খেতে পায় না। সমুদ্রপাড়ের লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুয়ে লবণের চাহিদা মেটায়। সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাও এজন্য কম দায়ী নয়। কোনো কোনো কৃষক বিলাসি হয়ে গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। তারা সুতা কেটে কাপড় তৈরির পরিবর্তে বিদেশি মিহি কাপড়ের প্রতি মনোযোগী। ফলে কুটির শিল্পও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। তাই লেখিকা কৃষকদের দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দেন। উদ্দীপকে প্রবন্ধের এত ভাবের সম্মিলন ঘটেনি।

প্রশ্ন ১৩ শুধু বিধে দুই ছিল মোর ভূঁই আর সবি গেছে ঋণে।

বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।

কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অস্ত্র নাই।

চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাই।'

শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,

পেলে দুই বিঘে প্রস্বে ও দিঘে সমান হইবে টানা ওটা দিতে হবে।'

(বীরশ্রেষ্ঠ নর মোহনচন্দ্র পাবলিক স্কুলজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১)

ক. কৃষককন্যার নাম কী? ১

খ. কৃষকদের দুরবস্থার জন্য লেখক কোন বিষয়টিকে দায়ী করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকে বাবু সাহেবের মানসিকতায় 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটিই চাষার দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নয় 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

ক. কৃষককন্যার নাম হলো— জমিরন।

খ. কৃষকদের দুরবস্থার জন্য লেখক সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ভারতবর্ষে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়। শহরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হলেও গ্রামের কৃষকেরা আরো নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সভ্যতাকে পূজি করে এক শ্রেণির মানুষ কুটির শিল্পের প্রতি উদাসীন হওয়াতে কৃষকদের এ অবস্থা হয়েছে। লেখক তাই কুটির শিল্পকে বাঁচাতে এর প্রতি যত্নবান হতে বলেন।

গ. উদ্দীপকের বাবু সাহেবের মানসিকতায় 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের বিলাসিতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে আধুনিক সভ্যতার দ্বোতে গা ভাসিয়ে এক শ্রেণির মানুষের স্বকীয়তা বিসর্জন দেওয়ার বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। এই বিলাসিতার ফলে নিরীহ মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। উদ্দীপকের বাবু সাহেব প্রবন্ধের এই বিলাসী মনোভাবের নমুনা চরিত্র।

উদ্দীপকের বাবু সাহেবের জমি-জমার অভাব নেই। অটেল সম্পত্তি থাকার পরও তার পরের ধনের প্রতি লোভ কমে না। সে অসহায় উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমির প্রতি নজর দেয়। উপেনের ভিটে-মাটি মিলে এই দুই বিঘা সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঋণের দায়ে আগেই সব সম্পত্তি চলে গেছে। ভূস্বামী তার বাগানের দৈর্ঘ্য বাড়াতে ওই দুইবিঘা জমি কুক্ষিগত করতে চায়। নিজের সম্পত্তি থাকার পরেও দুর্বল উপেনকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে বাবু সাহেব বিলাসী স্বপ্ন আঁকে। বাবু সাহেবের এমন মনোভাব 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের বিলাসী মনোভাবকেই যেন ধারণ করে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধেও ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প এক শ্রেণির বিলাসী মানুষের কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। সভ্যতার অবিনাশী প্রভাবে তারা নিজস্বতা ছেড়ে দ্বোতে গা ভাসায়। ফলে বাংলার কৃষকদের দুর্দশা ও দুঃখ ত্বরান্বিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিলাসী মনোভাবের দিকটিই চাষার দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নয়, 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে এর পেছনে আরো কারণ বর্ণিত হয়েছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের চাষিদের করুণ জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সাথে এই দারিদ্র্যপীড়িত চাষিদের দুরবস্থার পেছনে সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাব, গ্রামীণ জীবনের প্রতি অবহেলা, কুটির শিল্পের চর্চা বন্ধ করা ও বিলাসী মনোভাবকে দায়ী করা হয়েছে। উদ্দীপকে শুধু বিলাসিতাকেই চাষার দুঃখের জন্য দায়ী করা হলেও প্রবন্ধটি আরো অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করেছে।

উদ্দীপকে এক শ্রেণির মানুষের আগ্রাসী ও বিলাসী মনোভাবের ফলে গ্রামের দরিদ্র কৃষকের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনী উঠে এসেছে। গরিব কৃষক উপেন ঋণের দায়ে আগেই তার জমি-জমা হারায়। তার মাথা গোঁজার ঠাই হিসেবে মাত্র দুই বিঘা জমি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বাবু সাহেব নিজের বাগান বর্ধিত করার জন্য সেই জমিটুকুও কিনে নিতে চায়। উপেনের শেষ সম্বল এটুকু জমির প্রতি সম্পদশালী বাবুর লোভী ও বিলাসী দৃষ্টি পড়ে। এতে উপেনের মতো কৃষকের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকুও হারিয়ে যায়।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষার দুঃখের পেছনে অনেকগুলো কারণ বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাব অন্যতম। সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে শহরের জীবন রাতারাতি পরিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক সব আবিষ্কারে সেই জীবন আরো বিকশিত ও সহজ হচ্ছে। জীবনধারায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। তবে এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামের কৃষকেরা। আধুনিক আবিষ্কারের ফলে তাদের কষ্টার্জিত উপকরণ উপযোগিতা হারিয়েছে। মানুষ ঝুঁকছে সহজলভ্য জিনিসের প্রতি। ফলে কৃষক ঠিকমতো পেটে ভাত জুটাতে পারছেন না। আবার শহরের মানুষগুলোও আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে গ্রামীণ জীবনের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। ফলে



কৃষকেরা চাষবাদে আগ্রহ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ছে। গ্রামের নারীরা একসময় যে হস্তশিল্প তৈরি করতো সেগুলোও এখন সেকেলে হয়ে গেছে। অথচ এসব কুটিরশিল্পের এক সময় বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। একশ্রেণির বিলাসী কৃষকও আধুনিক সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে কুটির শিল্পকে অবহেলা করেছে। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এ শিল্প তাই ধ্বংস হতে চলেছে। উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের চাষাদের দুঃখের পেছনের এতগুলো কারণ বর্ণিত না হয়ে কেবল একটি দিককে ইঙ্গিত করেছে।

**প্রশ্ন ১৪** স্তবক-১ : রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে

ভিজে দিবা রাত

মোদের ক্ষুধার অন্ন জোগায়

চায় নাক সে খ্যাতি।

স্তবক-২ : কৃষক মোদের ফসল ফলায়

মুখে নিয়ে হাসি।

কিন্তু ভাই, বলা কি যায়

তাদের পরিবারের মুখে কেন নেই হাসি?

(নিউ মডেল ভিত্তি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪)

ক. 'পখাল' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক'— বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের চেতনার সঙ্গে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের চেতনাগত সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্তবক-১ ও স্তবক-২ এর সমন্বিত ভাব 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কতটুকু ধারণ করে আছে তা বিচার করো। ৪

**১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক.** 'পখাল' শব্দের অর্থ পাত্তা।

**খ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।

**গ.** উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

'কৃষক দেশ ও দেশের কল্যাণে নিবেদিত এক নাম। সে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। সেই উৎপাদিত ফসলে গোটা জাতির মুখে অন্ন জোগায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল দেশের সেবায় নিবেদিত এই কৃষকরাই আজ অবহেলিত ও বঞ্চিত।

উদ্দীপকে কৃষকের অবদান এবং তার দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের ক্ষুধার অন্ন জোগায়। তারা দেশের কল্যাণে শত দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। কিন্তু এত কষ্ট ও পরিশ্রমের পরও তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না। তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটে না। 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধেও লেখক কৃষকদের অবহেলা ও বঞ্চার মর্মবুদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতিতে যে কৃষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সেই কৃষক সমাজের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। লেখিকার চেতনায় কৃষকদের প্রতি মমত্ববোধ ও তাদের অবস্থার উন্নতির কামনা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির চেতনায়ও অনুরূপভাবে কৃষকদের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চেতনার সঙ্গে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.** উদ্দীপকের স্তবক-১ ও স্তবক-২ এর সমন্বিত ভাব 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে আছে।

'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে লেখিকা তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চার কাহিনী তুলে ধরেছেন। কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রমে ফসল ফলায়। গোটা জাতির মুখের অন্ন জোগায় কৃষক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কৃষকরা আজ অবহেলিত ও বঞ্চিত।

উদ্দীপকের স্তবক-১ এ দেশ ও দেশের কল্যাণে কৃষকদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রমে ফসল ফলায়। তাদের উৎপাদিত পণ্য দিয়েই দেশের জনগণের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়। দেশের জন্য এমন মহৎ কাজ করলেও কৃষক নিরহংকারী। সে তার স্বভাবসুলভ অনাড়ম্বর ও সাধারণ জীবনযাপন করে। উদ্দীপকের দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে কৃষক হাসি মুখে দেশের মানুষের জন্য ফসল ফলালেও তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কৃষকদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করা হয়েছে। তারা কষ্ট করে ফসল ফলায় কিন্তু নিজেরা পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের পাত্তা খাওয়ার জন্য লবণও জোটে না। উদ্দীপকেও কৃষকের অবদান এবং একই সাথে তাদের দুরবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের স্তবক-১ এবং স্তবক-২ এর সমন্বিত ভাব আলোচ্য প্রবন্ধের মূলভাবকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে আছে।

**প্রশ্ন ১৫** দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে। পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়ে উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না।

(অর্মজ পুষ্টিগ ব্যাটালিয়ন পারদিক স্কুল ও কলেজ, বাগুড়া। প্রশ্ন নম্বর-২)

ক. রোকেয়ার মতে কখন ভারতবাসী অসভ্য-বর্বর ছিল? ১

খ. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের যে দিকটি তুলে ধরে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকটি 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচ্য নয়, আরো-প্রসঙ্গ আছে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক.** রোকেয়ার মতে ভারতবাসী দেড়শত বছর পূর্বে অসভ্য-বর্বর ছিল।

**খ.** 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' বলতে লেখক ফসলের অধিকারী জমির মালিকের ক্ষমতার দাপটকে বোঝাতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশকে শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা করে গড়ে তুলতে গরিব চাষিদের অবদান অপরিমিত। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভূমি বা বসুন্ধরাকে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করে তোলে। তাদের নিজের জমি নেই, অন্যের জমিতে তারা ফসল ফলায়। কিন্তু এমন নিরন্তর শ্রমের মথার্থ বিনিময় তারা পায়না। অনেকাংশে তারা বঞ্চিতই থেকে যায়। উৎপাদিত শস্যের অধিকারী হয়ে ওঠে সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণি। জমির মালিকদের এহেন কুক্ষিগত আচরণ ও ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আলোচ্য উক্তিটিতে।

**গ.** প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আবহমানকাল ধরে চাষার জীবনও দুর্যোগপূর্ণ— উদ্দীপকে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের এ দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে বাংলাদেশের কৃষককুলের দুর্দশার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। কৃষকরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করলেও তাদের দৈন্যদশার কোনো পরিবর্তন আসেনা। যুগযুগ ধরে তারা দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত। উদ্দীপকেও দরিদ্রশ্রেণির দৈন্যদশার স্বরূপ অংকিত হয়েছে।

উদ্দীপকে জেলে পাড়ার মানুষদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেখানে ক্ষুধার্ত শিশুদের নিরন্তর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। সময়ের আবর্তে প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে, আসে বৈচিত্র্য। কিন্তু পদ্মাপাড়ের জেলেদের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন হয় না। দুঃখ-ক্রন্দনই তাদের নিত্যসঙ্গী। 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধেও এমন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। চাষারা সমাজের মেরুদণ্ড। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ওপর ভর করেই সভ্যতার চাকা চলমান। অথচ এ শ্রেণির মানুষরা চরম অবহেলিত, দুর্দশাগ্রস্ত। সমাজ সভ্যতার নানা উন্নতি হলেও চাষার দুঃখ-দৈন্য শেষ হয় না। উদ্দীপকটি 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের এ দিকটিই তুলে ধরেছে।



৭ চাষার দুঃখময় জীবনের কারণ ও তা থেকে উত্তরণের নানা প্রসঙ্গ 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। উদ্দীপকে শুধু শ্রমজীবী শ্রেণির দুঃখময় জীবনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। এর থেকে উত্তরণের কোনো উপায় নির্দেশিত হয়নি।

'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে লেখিকার মতে, চাষারাই সমাজের মেবুদণ্ড। তারা ফসল উৎপাদন করে খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে সমাজকে সচল রাখে। অথচ সেই কৃষকই সমাজে অবহেলিত ও বঞ্চিত।

উদ্দীপকে পদ্মাপাড়ের নিচু শ্রেণি জেলেদের দুঃখময় ক্রন্দনজীবনের চিত্র অংকিত হয়েছে। প্রকৃতিতে পরিবর্তন এলেও জেলেপাড়ার মানুষের ভাগ্য বদলায় না। পদ্মায় ভাঙা-গড়ার খেলা চললেও জেলেদের দৈন্যভরা জীবনে পরিবর্তন ঘটেনা। তাদের ঘরে শিশুদের কান্না কোনো দিন বন্ধ হয় না।

'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে চাষীদের দুঃখময় জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও এর পেছনে নানা কারণ ও দরিদ্রতা উত্তরণে নানা পরামর্শ দেন লেখিকা। চাষাদের দুঃখের জন্য তিনি বৈষম্যপূর্ণ সমাজকে মূলত দায়ী করলেও সভ্যতার বিবর্তনে চাষাদের বিলাসিতার মানসিকতাকেও নির্দেশ করেছেন। সামর্থ্যের বাইরে চাষি শ্রেণি ইংরেজি সভ্যতার অনুকরণ করে অলস জীবনে নিপতিত হয়। চাষাবাদ ও কুটির শিল্পের প্রতি তাদের অনীহা দেখা দেয়। তারা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকে। আবার যদি চাষিরা কৃষিকাজে মনোযোগী হয়, কৃষক-নারীরা তাঁতশিল্প ও কুটিরশিল্পে নিবেদিত হয় এবং গ্রামে গ্রামে যদি পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহলে তাদের দুর্দশা লাঘব হবে। এমন নানা যৌক্তিক প্রসঙ্গ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হওয়ায় বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচ্য নয়, প্রবন্ধে আরো প্রসঙ্গ আছে।

প্রশ্ন-১৬ দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলচাষীদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ইংরেজ নীলকররা জোরপূর্বক কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করায়। সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কৃষকেরা নীল চাষ করে কিন্তু প্রাপ্য মজুরি পায় না। নীলকর জোরপূর্বক সব ফসল নিয়ে যায়। আর কৃষক শূন্য জমিতে পড়ে থাকে।

[ড. ঞন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. পূর্বে পরিবাসীগণ কী প্রস্তুত করে কাপড় কাচত? ১
- খ. 'এন্ডি' কাপড়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের নীলকররা 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের কাদের প্রতীক? চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের নীলচাষিরা 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের চাষিদের জীবন একই সূত্রে গাঁথা।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. পূর্বে পরিবাসীগণ ক্ষার প্রস্তুত করে কাপড় কাচত।

খ. আসাম ও রংপুরের এক প্রকার রেশম থেকে উৎপাদিত 'এন্ডি' কাপড় অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

'এন্ডি' কাপড় ছিল বেশ গরম এবং দীর্ঘস্থায়ী। এ কাপড় ফানেলের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। একটি এন্ডি কাপড় চল্লিশ বছর পর্যন্ত টিকত। চার-পাঁচটি এন্ডি কাপড় থাকলে লেপ, কম্বল, কাঁথা— কিছুই প্রয়োজন হতো না।

গ. উদ্দীপকের নীলকররা 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতীক।

'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। তাদের পেটে খাবার জোটে না, শীতে বস্ত্র জোটে না, অসুখে চিকিৎসা হয় না। অথচ তাদের শ্রমের ওপর ভর করেই সমাজের শোষকশ্রেণি বিলাসী জীবনযাপন করে।

উদ্দীপকে 'নীলদর্পণ' নাটকের নীলচাষিদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নীলকররা এখানে শোষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। যে কৃষকদের পেটে অন্ন জোটে না সেই কৃষকদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক নীল চাষ করায়। যা কৃষকের অন্নবস্ত্রের সমাধান দিতে পারে না। 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধেও আমরা কৃষকদের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার চিত্র পাই। যে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ওপর ভিত্তি করে বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে সেই কৃষকের শরীরেই বস্ত্র জোটে না। কেননা তারা তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। এছাড়া ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রামসমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের নীলকররা যেন 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের ব্রিটিশ শোষকশ্রেণির প্রতীক।

ঘ. "আগ্রাসন ও নিষ্পেষণের দিক থেকে উদ্দীপকের নীলচাষিরা ও 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের চাষিদের জীবন একই সূত্রে গাঁথা"— মন্তব্যটি যথার্থ।

যুগে যুগে কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষেরাই তাদের শ্রম দিয়ে সভ্যতার চাকা সচল রেখেছে। অথচ দুঃখের বিষয় হলো এই কৃষকরাই সমাজে অবহেলিত, লাঞ্চিত এবং বঞ্চিত।

উদ্দীপকে 'নীলদর্পণ' নাটকের নীলচাষিদের শোষিত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। ইংরেজ নীলকররা তাদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক নীলচাষ করায়। কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নীল চাষ করলেও তারা তাদের প্রাপ্য মজুরি পায় না। ইংরেজ নীলকররা জোর করে সব ফসল নিয়ে যায়। ফলে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে যায় এবং চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে।

রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে কৃষকদের দারিদ্র্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তারা কষ্ট করে ফসল ফলায় কিন্তু নিজেরা খেতে পায় না। আবার তাদের উৎপাদিত পণ্যে বস্ত্র তৈরি হয় অথচ তাদের শরীরে বস্ত্র জোটে না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের কুটিরশিল্প নাজুক করে দিয়েছে। উদ্দীপকের কৃষকরাও নীলকরদের দ্বারা শোষিত হয়। তারা কঠোর পরিশ্রম করে নীল চাষ করলেও প্রাপ্য মজুরি পায় না। তাই বলা যায় "উদ্দীপকের নীলচাষিরা এবং 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের চাষিদের জীবন একই সূত্রে গাঁথা।"

প্রশ্ন-১৭ পোশাকশিল্প, জনসংখ্যা রপ্তানি, খাদ্যশস্য, উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, জাহাজনির্মাণ শিল্পে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। ছোটো আয়তনের দেশ হয়েও এখন বছরে চার কোটি টন চাল উৎপাদনে সক্ষম। গ্রামে ও শহরের কিছুসংখ্যক চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করলেও মধ্যবর্তী শ্রেণি কৃষকরা তাদের উৎপাদন খরচ, সংসারের খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বাংলাদেশে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. মোটা রেশমি কাপড়কে কী বলা হয়? ১
- খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা ভাজ ঢেকে রাখে টাক'— বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না। কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মোটা রেশমি কাপড়কে এন্ডি বলা হয়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।



১৭ উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কৃষকদের দারিদ্র্যপিড়িত অবস্থা প্রকাশের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের একটি অনবদ্য রচনা, যেখানে তিন সমকালীন কৃষকদের বঙ্কনার মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতি বেড়েছে কিন্তু কৃষকদের দুরবস্থা কমেনি। বরং সভ্যতার নামে কৃষকদের বিলাসিতা শিথিয়ে তাদেরকে আরও অলস ও বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। লেখক এই অবস্থা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছেন।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। পোশাকশিল্প, জনসংখ্যা, খাদ্যশস্য উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, জাহাজনির্মাণ শিল্পে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। আয়তনে ছোটো দেশ হয়ও এখন বছরে চার কোটি টন চাল উৎপাদনে সক্ষম। চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা সুখে শান্তিতে বসবাস করলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৃষকরা তাদের সকল খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে বাংলাদেশে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বাস্তবিকভাবে উন্নয়ন হলেও কৃষক শ্রেণির দুর্দশা কমছে না। উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে কৃষকদের বঙ্কনা ও দুর্দশার দিকটি প্রকাশের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৮ "উদ্দীপকটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না।"—কথাটি বিশ্লেষণ করা হলো—

'চাষার দুফু' প্রবন্ধের শুরুতে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সভ্যতার সুফল কেবল মুষ্টিমেয় ভারতবাসীই ভোগ করতে পারে। বেশিরভাগ কৃষকই এই সুফল থেকে বঞ্চিত, এমনকি সভ্যতার নামে যে বিলাসিতা সমাজে প্রচলিত হচ্ছে তা কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ করছে। প্রাবন্ধিক এ দেশের কুটির শিল্পগুলো ধ্বংস হওয়ায় শঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রাবন্ধিক দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। এত ছোটো আয়তনের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বছরে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদনে সক্ষম। গ্রামে ও শহরের কিছুসংখ্যক চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে তারা সুখে-শান্তিতে বাস করলেও কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

সভ্যতার উন্নয়নের পরেও কৃষকদের অবস্থা একই রকম শোচনীয় থেকে যাওয়ার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মিল রয়েছে। কিন্তু প্রাবন্ধিক যে কৃষকদের পূর্বের গৌরবের কথা বলেছেন এমনকি কুটির শিল্পের চর্চার অভাবে কৃষকের দারিদ্র্যও এ থেকে পুনরুদ্ধারের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা উদ্দীপকে উঠে আসেনি। তাই বলা যায় যে উদ্দীপকটি 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে না।—কথাটি যৌক্তিক।

১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করে গ্রামে ফিরে আসে নাবিলা। লক্ষ্য, গ্রামের কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পকে জাগিয়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে সে গ্রামের ৮-১০টি মেয়ে দিয়ে গড়ে তোলে 'নকশিকাঁথা কুটির শিল্প সমিতি'। নাবিলা সমিতির তৈরি কুটির শিল্প এখন বিদেশেও রপ্তানি হয়। তার গ্রামের সব মেয়েরা এখন স্বাবলম্বী। —/ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্র. নম্বর-২/

- ক. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'—উক্তিটি কার? ১
- খ. 'সেকালের রমণীরা হেসে খেলে বস্ত্র সমস্যা পূরণ করত।'—কীভাবে? লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকের নাবিলার মধ্য দিয়ে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "বেগম রোকেয়া সুদিন ফিরে আনতে নারীদের স্বাবলম্বী হতেই বলেছেন"—উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'—উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

খ. সেকালের রমণীরা নিজ হাতে চরকায় সুতো কেটে কাপড় প্রস্তুত করে হেসে-খেলে বস্ত্র সমস্যা সমাধান করতো।

আসাম ও রংপুর জেলায় একপ্রকার রেশম হতো যাকে স্থানীয় ভাষায় এন্ডি বলা হতো। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তার গুটি থেকে সুতো কাটা খুবই সহজসাধ্য কাজ ছিল। তখনকার নারীদের মাঝে রেশম শিল্পের একচেটিয়া প্রচলন ছিল। তারা এন্ডাড়ি-ওন্ডাড়ি বেড়াতে গিয়েও হাতে টেকো নিয়ে সুতো কাটতে থাকতো। এতে সহজেই প্রচুর কাপড় তৈরি হয়ে যেত। এভাবেই সেকালের রমণীরা হেসে-খেলে তাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতো বলে উল্লেখ করেছেন লেখিকা।

গ. উদ্দীপকের নাবিলার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধে লেখকের গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখক কুটির শিল্প পুনরুদ্ধারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এদেশের অতীত গৌরব নানা রকমের কুটির শিল্প। পুনরায় এর চর্চা শুরু করলে দেশের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নারীদেরও স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে। গ্রামীণ কুটির শিল্প দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করেন প্রাবন্ধিক।

উদ্দীপকের নাবিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ শেষে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সে সমিতি গঠন করে। সেখানে মেয়েরা বিভিন্ন কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের চর্চা শুরু করে যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। মূলত 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে লেখিকা যে আহ্বানটি করেছেন, উদ্দীপকের নাবিলা সেই আহ্বানকেই বাস্তব রূপ দিয়েছে। প্রবন্ধে লেখক গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার যে পরামর্শ দিয়েছেন, উদ্দীপকে নাবিলা সেই পরামর্শের গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রামের মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে।

ঘ. কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে কুটির শিল্পে নারীদের অবদান রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বেগম রোকেয়া।

প্রবন্ধে লেখিকা বলেছেন, বর্তমানে চাষীদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়। কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আত্ম-নির্ভরশীল গ্রাম-সমাজ চরম সংকটে পড়েছে। এই শিল্প পুনরুদ্ধারে নারীরা এগিয়ে আসতে পারে। প্রাচীনকালে নারীরাই নিজের হাতে এ কাজগুলো করতো। নারীরা যদি এই কাজে অংশগ্রহণ করে, তাহলে দেশের হারানো গৌরব ফিরে আসার পাশাপাশি নারীরাও স্বাবলম্বী হতে পারবে। নারীরা স্বাবলম্বী হলে তাদের পরিবারের দুঃখ ঘুচবে।

উদ্দীপকে 'নকশিকাঁথা কুটির শিল্প সমিতি' গঠনের মাধ্যমে নাবিলা ঠিক এ কাজটিই করেছে। সে গ্রামের কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমিতিটি গড়ে তোলে। সেখানে গ্রামের মেয়েদের নিয়োগ করে, যাতে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। তাদের প্রশ্রয়ের ফলে তৈরি জিনিসপত্র বিদেশেও রপ্তানি হয়। যা দেশের জন্য বয়ে আনে অনেক সম্মান। এতে সামগ্রিকভাবে দেশেরই উন্নতি হয়। তার এই পদক্ষেপের ফলে তাই গ্রামে সুদিন ফিরে আসার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকাও সচল হয় এবং বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবন্ধে চাষার নানা দুরবস্থা বর্ণনা করার পাশাপাশি প্রাবন্ধিক যে পরামর্শগুলো দেন, তার মূল কথা নারীর স্বাবলম্বন। অর্থনৈতিক মুক্তিই পারে নারীর নিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে। তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেই তারা পরিবারের জন্যও অবদান রাখবে। এভাবে সামগ্রিক ভাবে দেশেরও উন্নয়ন হবে এবং সুদিন ফিরে আসবে।



**প্রশ্ন-১৯** উত্তর অঞ্চলের তিস্তা পাড়ের মেয়ে রোজি, রুমি, রেখা ও মিনতি। শৈশব থেকেই তারা দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে জীবন যাপন করে। বড় হয়ে জীবিকার সন্ধানে রোজি পাড়ি জমায় ঢাকায় এবং গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। কিছুদিন পর গৃহকর্তার সহায়তায় রোজি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বাড়িতে ফিরে এসে সে রুমি, রেখা ও মিনতিকে নিয়ে কুটিরশিল্পের কাজ শুরু করে। সংসারের কাজের অবসরে তারা কাঁথা, টুপি, বুমাল ও গেঞ্জি ইত্যাদি তৈরি করতে থাকে। বর্তমানে এদের তৈরি টুপি দেশের গতি ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয়। স্বামী সন্তান নিয়ে প্রত্যেকেই এখন স্বচ্ছল জীবনযাপন করে।

*[রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

- ক. কৃষকরা কীসের শয্যায় শয়ন করতো? ১  
খ. 'বাঙালি সভ্য থেকে সভ্যতার হচ্ছে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের চরিত্রগুলোর সাথে 'চামার দুফু' প্রবন্ধের চামি রমণীদের মিল কোথায়? আলোচনা করো। ৩  
ঘ. " 'চামার দুফু' প্রবন্ধের লেখক যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, উদ্দীপকের বিষয় যেন তারই প্রতিফলন"— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** কৃষকরা বিচালি শয্যায় শয়ন করতো।

**খ.** শিক্ষা ও সম্পদে ভারতের ক্রমশ উন্নতির দিকটি বিবেচনা করে লেখিকা আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

প্রায় দেড়শ বছর আগে ভারতবাসী অসভ্য, বর্বর ছিল। তখন তাদের ছিলো না কোনো শিক্ষা, ছিলো না সম্পদের প্রাচুর্য। সময়ের পরিক্রমায় ভারতের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও ধন-সম্পদে আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির সমকক্ষ হতে চলেছে। তাই লেখিকা বলেছেন বাঙালি সভ্য থেকে সভ্যতার হচ্ছে।

**গ.** উদ্দীপকের চরিত্রগুলোর সাথে "চামার দুফু" প্রবন্ধের চামি রমণীদের হস্তশিল্পের কাজ করার মাধ্যমে সংসারের প্রয়োজন মেটানোর দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

"চামার দুফু" প্রবন্ধে লেখিকা কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্য তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে, আগের দিনে চামি রমণীরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতো না। আর্থিক দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়ে তারা পরিবারের বস্ত্র চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটতো এবং তা থেকে এন্ডি কাপড় প্রস্তুত করতো। এভাবে তারা পরিবারের সকলের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে।

উদ্দীপকে আমরা কুটির শিল্পের মাধ্যমে চার নারীর জীবিকা নির্বাহের দৃশ্য দেখতে পাই। তারা দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে অবশেষে কুটির শিল্পকেই জীবিকার বাহন হিসেবে বেছে নেয়। সংসারের কাজের অবসরে তারা কাঁথা, টুপি, বুমাল ও গেঞ্জি ইত্যাদি তৈরি করে। বর্তমানে তাদের তৈরি টুপি দেশের গতি ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয়। এভাবে কুটির শিল্পের মাধ্যমে তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের নারীদের মতো "চামার দুফু" প্রবন্ধে বর্ণিত কৃষক রমণীরাও 'হস্তশিল্পের কাজ' করে নিজেদের বস্ত্র সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি সংসারের অভাব-অনটন কিছুটা লাঘব করে। এদিক দিয়ে উদ্দীপকের চরিত্রগুলোর সাথে "চামার দুফু" প্রবন্ধের চামি রমণীদের মিল রয়েছে।

**ঘ.** "চামার দুফু" প্রবন্ধের লেখিকার প্রত্যাশার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকটিতে।

"চামার দুফু" প্রবন্ধে লেখিকা তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্জনায় মর্মভূত কাহিনী তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের উপায়ও তুলে ধরেছেন। লেখিকা কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কৃষক রমণীদেরকে বিলাসিতা দূর করে কর্মমুখী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় জীবনসন্ধানী চার নারী জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত। রোজি জীবিকার সন্ধানে ঢাকায় পাড়ি জমায় এবং গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। গৃহকর্তার সহায়তায় সে কুটির শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

বাড়িতে ফিরে সে রুমি, রেখা ও মিনতিকে নিয়ে কুটির শিল্পের কাজ শুরু করে। সংসারের কাজের অবসরে তারা কাঁথা, টুপি, বুমাল ও গেঞ্জি ইত্যাদি তৈরি করে। তাদের তৈরি টুপি দেশের গতি ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয়। এভাবে নারী হয়েও কুটির শিল্পের মাধ্যমে তারা সংসারে অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখছে।

"চামার দুফু" প্রবন্ধে লেখিকা চামার দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচাতে গ্রামের কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, কৃষক রমণীগণ যদি নিজেদের বিলাসিতা দূর করে কর্মমুখী জীবন বেছে নেয় তাহলে তাদের কৃষকের দুরবস্থা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের নারীদেরকে কাজে লাগানো যায়। ফলে নারীরা উপার্জন করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার পাশাপাশি সংসারের হালও ধরতে পারবে। এতে চামিদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। লেখিকার এই প্রত্যাশা উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

**প্রশ্ন-২০** নুরুল গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি। পৈতৃক জমিজমা তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের মূল উৎস। বিদ্যুতের অভাবে কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারে না। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। কিন্তু নুরুলের ঘরে এয়ার কন্ডিশনার ও বৈদ্যুতিক চুলা। প্রয়োজন না থাকলেও লোক দেখানো সব বিলাসদ্রব্য তার চাই। এই বিলাসিতার কারণে সব জমি বিক্রি করে আজ তিনি নিঃস্ব।

*[দক্ষিণ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]*

- ক. এন্ডি কী? ১  
খ. 'শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২  
গ. 'চামার দুফু' প্রবন্ধের কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. "এই বিলাসিতার কারণে সব জমি বিক্রি করে আজ তিনি নিঃস্ব"— উক্তিটি 'চামার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** এন্ডি হলো মোটা রেশমি কাপড়।

**খ.** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ.** 'চামার দুফু' প্রবন্ধে উল্লিখিত সভ্যতার নামে 'বিলাসিতা'র দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

'চামার দুফু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভারতবর্ষের কৃষকদের দারিদ্র্যের চিত্র বিবৃত করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি সভ্যতার নামে 'বিলাসিতা'কেও দায়ী করেছেন। আর্থিক অবস্থা একটু সম্ভল হলেই কৃষকরা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করতে থাকে। ফলে তৎকালীন অবস্থায় অবনতি ঘটে শীঘ্রই।

উদ্দীপকে নুরুল নামক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। পৈতৃক জমিজমা তার আয়ের একমাত্র উৎস হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যয়ের ব্যাপারে একেবারেই অসচেতন। বিলাসিতার নামে প্রচণ্ড অভাবেও এয়ার কন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহার করেন তিনি। যার কারণে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। 'চামার দুফু' প্রবন্ধেও চামাদের দুঃখের কারণ হিসেবে বিলাসিতা অনেকাংশে দায়ী। কোনো কোনো কৃষক বিলাসিতার বিষে অক্লান্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে গিয়ে কৃষকরা নিজেদের দুঃখ নিজেরাই ডেকে আনে। বিলাসিতার দিকটিই দুঃখের কারণ হিসেবে উদ্দীপক ও 'চামার দুফু' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ.** অনুকরণপ্রিয় মনোভাব ও বিলাসিতা দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ, যা উদ্দীপক ও 'চামার দুফু' প্রবন্ধের আলোকে বিচার করা যায়।

'চামার দুফু' প্রবন্ধে আধুনিক সভ্যতার ফলে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখক একশ্রেণির মানুষের সভ্যতার নামে বিলাসিতাকেও কৃষকদের দরিদ্রতার জন্য দায়ী করেন। সেই বিলাসিতা কৃষক রমণীদেরও মারাত্মকভাবে স্পর্শ করেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।



উদ্দীপকে নুরুল নামক ব্যক্তির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিলাসিতার নামে অনুকরণ করতে গিয়ে পিতৃপ্রদত্ত সম্পদের অপচয় করেছেন। তিনি এয়ার কন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক চুলা ইত্যাদি তার বিলাসিতার উপকরণ। সমস্ত গ্রাম যখন অভাবে, তখনো নুরুল তার বিলাসিতাকে বজায় রেখেছেন। অবশেষে সহায়-সম্মল হারিয়ে তিনি এখন নিঃস্ব।

বিলাসিতা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সভ্যতার সাথে তাল মেলানোর তাগিদে মানুষ তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্য না রেখেই ব্যয় করার চিন্তা করে। ফলে তার অবস্থা হয় শোচনীয়। উদ্দীপকের নুরুলের নিঃস্ব অবস্থার জন্য বিলাসিতাই একমাত্র দায়ী। প্রবন্ধেও চাষার দুঃখের কারণ হিসেবে বিলাসিতাকে দায়ী করা হয়েছে। কৃষকদের দুর্দশা থাকলেও তাদের রমণীরা ব্যবহার করেছে মাথায় ছাতা, পায়ে জুতা, ট্রামগাড়ি, বেলেয়ারের চুড়ি প্রভৃতি। ফলে কৃষকের অবস্থা হয়েছে আরো শোচনীয়। একসময়ে স্বাবলম্বী কৃষকদের আধুনিক সভ্যতার করালগ্রাসে পথে বসার উপক্রম হয়েছে এবং রমণীরা হাতের কাজ রেখে সভ্যতার আবিষ্কারের সাথে গা ভাসিয়েছে। তাই প্রগোস্ত উক্তিটি যথার্থতার দাবিদার।

#### প্রশ্ন ২১ গাছি তাহাদের গান—

ধরণীর মাঝে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।  
শ্রম-কিণাজক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে  
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে-ফলে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- |  |   |
|--|---|
| ক. 'ধান্য যার বসুন্ধরা তার' উক্তিটি কে করেছেন?   | ১ |
| খ. কৃষক রমণীরা কীভাবে বিলাসী হয়ে ওঠে?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সাথে 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের মিল কোথায়?   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকটির মূলভাব 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবনাকে ধারণ করে কী? যৌক্তিক ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

#### ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ধান্য যার বসুন্ধরা তার' উক্তিটি করেছেন।

খ. তথাকথিত সুসভ্য হয়ে হস্তশিল্পের কাজ বর্জনের মধ্য দিয়ে কৃষক রমণীরা বিলাসী হয়ে ওঠে।

অতীতে বাংলাদেশসহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিলো। ঘরে ঘরে নারীরা রেশম দিয়ে সুতা বুনতো, ভাত চালিয়ে বিচিত্র পোশাক তৈরি করতো। তারা ঘরোয়া পরিবেশে ক্ষার প্রস্তুত করতো, যা জামা-কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া, ঘরে ঘরে মসলিন কাপড়, শীতল পাটি, নকশি কাঁথা তৈরি হতো। তখন বাংলাদেশের চাষীদের ঘরে অল্প-বস্ত্রের অভাব ছিলো না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাঙালির কৃষকের ঘরের আঙিনায়। বাঙালি নারী তখন হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প পরিহার করে বস্ত্র, সাবান ইত্যাদি বাজার থেকে ক্রয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশি শিল্পকে পরিহার করে তারা হয়ে উঠে পরিশ্রমবিমুখ ও তথাকথিত সুসভ্য। এভাবেই দেশি শিল্প পরিহার করে কৃষক রমণীরা বিলাসী হয়ে ওঠে।

গ. সভ্যতার বিনির্মাণে শ্রমজীবী মানুষের অবদান বর্ণনায় উদ্দীপকটি "চাষার দুঃখ" প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত।

"চাষার দুঃখ" প্রবন্ধে লেখিকা দেশ ও দেশের কল্যাণে কৃষকের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলেছেন। পাশাপাশি তিনি 'ভারতবর্ষের তৎকালীন দারিদ্র্যপিড়িত কৃষকদের বঙ্কনার মর্মতুদ কাহিনীও তুলে ধরেছেন। যাদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সভ্যতার চাকা ঘুরছে, সেই কৃষকরাই আজ অবহেলিত ও নিষ্পেষিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। কবি এখানে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও কর্মের স্বীকৃতি অকপটে স্বীকার করেছেন। যাদের কঠিন সংগ্রামে পৃথিবীতে ফসলের সমারোহ দেখা যায়, ওই সকল শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের কঠোর পরিশ্রমে স্থাপদসংকুল জরাজীর্ণ পৃথিবী বর্তমানে মানুষের জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কবি এখানে এসকল শ্রমজীবী মানুষের অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন।

"চাষার দুঃখ" প্রবন্ধেও আমরা দেখি ভারতবর্ষের মেহনতি কৃষক শ্রেণির কষ্টের-দুঃখের কথা তার প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য দিয়েই আমাদের অন্ন, বস্ত্র সমস্যার সমাধান হয়। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কৃষক গোটা জাতির কল্যাণের জন্য ফসল উৎপাদন করে। এভাবে কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষের অবদান তুলে ধরায় উদ্দীপকটি "চাষার দুঃখ" প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত।

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাবে রয়েছে শুধু কৃষকদের অবদান ও জয়গানের কথা, তাই এটি প্রবন্ধের সমগ্র ভাবনাকে ধারণ করতে পারেনি।

প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া সভ্যতার অগ্রগতির ইতিবাচক দিক বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যান্ত্রিক শিল্পের প্রসারের ফলস্বরূপ বিদেশি পণ্যসমূহে দেশীয় পণ্যের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। হুমকির মুখে পড়েছে দেশীয় শিল্প। এককালের স্বনির্ভর কৃষকসমাজ বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পরনির্ভরশীল ও বিলাসী হয়ে উঠেছে। ফলে কৃষকদের আজ দুর্দশা ও দুরবস্থার অন্ত নেই। কৃষক সমাজকে লেখক 'দেশের মেবুদন্ড' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে তারাই মূল চালিকা শক্তি হলেও বাংলার কৃষক আজ নিঃস্ব ও শোচনীয় জীবন যাপন করছে। কৃষকের ঘরে ঘরে আজ অন্নভাব, পরিধেয় বস্ত্রের হাহাকার।

উদ্দীপকের কবি কৃষিজীবী শ্রেণির জয়গান গেয়েছেন। তিনি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় কৃষকদের অবদানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন। তাঁর লেখনীর ছন্দবদ্ধকার, গানের সুরে কৃষকদের অবদানের স্বীকৃতির পরিচয় মেলে। কবির মতে, সভ্যতার অগ্রগতির মূল কারিগর হিসেবে যদি কারও জয়গান করতেই হয়, তবে সর্বাগ্রে কৃষকদের জন্য গান রচনা করতে হবে। এই কৃষকদের কঠিন শ্রমের ফলেই ধরণীতে ফসলের বার্তা ঘোষিত হয়। তাদের কঠিন শ্রমে পৃথিবীর বুক ভরে ওঠে ফল ও ফসলে।

কৃষকদের জয়গান করাই উদ্দীপকের মূল উপজীব্য। এখানে কৃষকদের অবদানের কথা স্বীকার করে তাদের জয়গান করা হয়েছে। প্রবন্ধেও বেগম রোকেয়া কৃষকদের সমাজের মেবুদন্ড হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কৃষকদের অবদানের কথা প্রবন্ধের সামান্য অংশেই বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধে মূলত বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষকদের দুরবস্থা ও দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। শিল্পবিপ্লব ও সভ্যতার অগ্রগতির পদযাত্রায় কীভাবে কৃষক শ্রেণি পদদলিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে, তা প্রাবন্ধিক তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে তিনি কৃষকদের এই দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেছেন। উদ্দীপকে এ ধরনের কৃষক-দুর্দশার কোন চিত্র নেই। প্রবন্ধে কৃষকদের অবদান স্বীকারের পাশাপাশি তাঁদের বর্তমানের দুর্দশার চিত্র ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই উদ্দীপকের মূলভাবনা 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবনাকে ধারণ না করে খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে মাত্র।

প্রশ্ন ২২ কাশেম হতদরিদ্র চাষির ছেলে। তবু তার বাবা তাকে ধার-দেনা করে শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠায়। কাশেম শহরের চাকচিক্যে তার বাবার কষ্ট ভুলে দামি মোবাইল, পোশাক ও বিলাসী দ্রব্য ব্যবহার করে। এগুলো সে বাবার কাছে পড়াশোনার খরচের নামে আদায় করে। ফলে দরিদ্র বাবা তার শেষ অবলম্বন চাষের জমিটুকু অন্ন অন্ন করে বিক্রি করতে শুরু করে।

[সিনেট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- |   |   |
|---|---|
| ক. 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে কোন গভর্নরের নাম উল্লেখ হয়েছে?  | ১ |
| খ. 'মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে।' — লেখক উক্তিটি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের কাশেমের সাথে 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা করো।                     | ৩ |
| ঘ. "উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা।" — মূল্যায়ন করো।      | ৪ |

#### ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'চাষার দুঃখ' প্রবন্ধে গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নাম উল্লেখ হয়েছে।



২। রাষ্ট্রে ধনিকশ্রেণির মানুষের সংখ্যা খুবই কম— আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা লেখক এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রবন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের আর্থিক দৈন্য দেখানো হয়েছে। তারা সংখ্যায় অধিক হলেও দুর্ভাগ্যের শিকার। এদের বিপরীতে কিছু ধনাঢ্য সম্পদশালী মানুষ তৎকালীন ভারতে ছিল। তবে এ মানুষগুলোকে দিয়ে সমগ্র ভারতের চিত্র বোঝা যাবে না। আসল চিত্র গরিব কৃষকদের দেখেই বোঝা যাবে। এ কথা বোঝানোর জন্যই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

৩। উদ্দীপকে কাশেমের সাথে 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের অভিজাতদের প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

কৃষক কষ্ট করে সোনার ফসল ফলায়। আর তাদের কপালে না জোটে খাবার, না জোটে পোশাক। সীমাহীন দারিদ্র্য তাদের জীবন কাটে। অথচ এরই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এদের বিপরীতে কিছু অভিজাত মানুষ সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে কাশেমের জীবনযাপনে এসব ধনাঢ্য মানুষের চিত্রই দেখা যায়। কাশেম বাবার কষ্টের অর্থে শহরে লেখাপড়া করেছে। তার জীবনযাপনও চাকচিক্যে ভরা। অথচ তার বাবার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। সে গরিব থেকে আরো গরিব হয়েছে। তাই কাশেমের পরিবারের আসল চিত্র কাশেমের মধ্যে নয়, বরং তার বাবার অবস্থানে ফুটে উঠেছে। কাশেমের যে ধনাঢ্য জীবনযাপন, তা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। কাশেমের মতো ধনাঢ্য জীবনযাপন আলোচ্য প্রবন্ধের গরিব ভারতবাসীর বিপরীত ধারার মানুষ। সুতরাং জীবনযাপন, বিলাসিতা, শেকড়কে ভুলে থাকার চেতনা প্রভৃতি গুণ কাশেমকে অভিজাতদের কাতারে নিয়ে গেছে। তার মাধ্যমে মূলত প্রবন্ধের ধনাঢ্যদের চিত্র ফুটে ওঠে।

৪। গরিব ও অভিজাত শ্রেণির চিত্র উপস্থাপনের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের মর্মভুদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে চাষি জাতির মেরুদণ্ড তাদের পেটে খাদ্য জোটে না। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সভ্যতার একশ্রেণির মানুষ বিলাসী জীবনযাপন করে। প্রবন্ধে এ দুই শ্রেণির মানুষের কথা উল্লেখ আছে।

উদ্দীপকের মূল কথাতেও ধরা পড়েছে গরিব কৃষক ও বিলাসী সন্তানের জীবনযাপন। কষ্টের ফসল-জমি বিক্রি করে বাবা তার সন্তানকে পাঠিয়েছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। এতে সন্তানের জীবনের পরিবর্তন হলেও বাবা রয়ে গেছেন চিরদারিদ্র্য। অর্থাৎ উদ্দীপকটিতে মানুষের দারিদ্র্য ও বিলাসী চরিত্র ফুটে উঠেছে। ঠিক যেভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

সমাজে কিছু মানুষ তাদের শ্রমের মূল্য পায় না চিরকাল দারিদ্র্য থেকে যায়। এতে অভিজাতদের কিছু আসে-যায় না। এ দুই শ্রেণির মানুষের পার্থক্য তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল কথা। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও উদ্দীপকে বাবা-ছেলের জীবনচিত্র একই। এটিই উদ্দীপক ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

প্রশ্ন ২৩ "শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভূঁই আর সবই গেছে ঋণে বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে, কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী ভূমির অন্ত নাই। চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মতো ঠাই, শূনে রাজা কহে, বাপু জানো তো হে বাগান খানা, পেলে দুই বিঘে প্রস্থ ও দিঘে সমান হইবে টানা।"

[সিলেট সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'টেকো' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'উপেন' 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বাবু সাব ও 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের শোষকরা যেন এক ও অভিন্ন" মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

### ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'টেকো' শব্দের অর্থ সূতা পাকাবার যন্ত্র।

খ. চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে বিলাসিতা পরিহার করে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চাষিদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে এই বিলাসিতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা তৈরি করতে হবে। কারণ মানুষ শিক্ষিত হলে তাতে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবগত হবে। এছাড়াও তিনি গ্রামীণ কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের কথাও বলেছেন। তার মতে ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হলে অর্থাৎ দেশীয় শিল্পের বিস্তার ঘটলে চাষিদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে।

গ. উদ্দীপকের উপেন 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষিদের প্রতিনিধি।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে চাষিদের শোষিত হওয়ার দিকটি পরিলক্ষিত হয়। কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ধরণীকে ফুলে-ফুলে সাজিয়ে দেয় অথচ তারা তাদের কাজের প্রকৃত মূল্য পায় না। শাসক শ্রেণির শোষণে তারা অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শাসক শ্রেণির নিষ্ঠুরতার ভয়ে কৃষকেরা অত্যাচারীদের হাতে নিজেদের ফসল তুলে দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের উপেন ভূস্বামীর শোষণের শিকার। তারা উপেনের মতো অসহায় মানুষদের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সম্পত্তি কুক্ষিগত করে। ভূস্বামীর জমির অভাব নেই। আর উপেনের রয়েছে কেবল দুই বিঘা জমি, যা তার শেষ সম্বল। কিন্তু সেই সম্বলই কেড়ে নিতে চায় ভূস্বামী। যা প্রবন্ধে বর্ণিত চাষিদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উপেন 'চাষার দুফু' প্রবন্ধের চাষিদেরই সার্থক প্রতিনিধি।

ঘ. উদ্দীপকের বাবু এবং 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে বর্ণিত শোষকশ্রেণি দুর্বল মানুষদের ওপর অত্যাচার করে সবকিছু হাতিয়ে নেয় বলে তারা যেন একই প্রেতাচার অভিন্ন রূপ।

'চাষার দুফু' প্রবন্ধে উল্লিখিত কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাঠে সোনার ফসল ফলায় আর তা ভোগ করে শোষক শ্রেণি। কারণ তারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে চাষিদের কাছ থেকে তা অনায়াসভাবে হাতিয়ে নেয়। দিতে না চাইলে কৃষকেরা নির্যাতনের শিকার হয়। এভাবে কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল দিয়ে তারা বিলাসিতায় ব্যস্ত থাকে। আর চাষিরা প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর নেমে আসে অত্যাচারের ঝড়গ।

উদ্দীপকে উপস্থাপিত বাবু সাহেবও একজন ক্ষমতাবান জমিদার। যে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সে অসহায় উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি কেড়ে নিতে চায়। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে অন্যকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলতেও সে দ্বিধাবিহীন হয় না। আর তাই উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি করায়ত্ত করতে হীন পন্থা অবলম্বন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের বাবু সাহেব এবং 'চাষার দুফু' প্রবন্ধে বর্ণিত শোষক শ্রেণি উভয়েরই দুর্বল মানুষদের ওপর অত্যাচার করে তাদের সর্বস্ব কুক্ষিগত করে। বাবু সাহেব যেমন উপেনের সম্পত্তি কৌশলে আয়ত্ত করে তেমনি প্রবন্ধের শোষক শ্রেণিও কৃষকের উৎপাদিত ফসল কৌশলে হাতিয়ে নেয়। আর উভয়ক্ষেত্রেই অসহায় মানুষদের পড়তে হয় অস্তিত্ব সংকটে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।



## চাষার দুস্কু রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৩৯. বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?

(জান)

- ক) সিদ্দিকা কবীর  
খ) সুফিয়া কামাল  
গ) সেলিনা হোসেন  
ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৪০. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে নিচের কাদেরকে সমাজের মেবুদন্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? (জান)

[ভাওয়াল বন্দরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর]

- ক) চাষীদের  
খ) শিশুদের  
গ) শিক্ষকদের  
ঘ) চাকুরিজীবীদের

৪১. রেশমকে রংপুরের স্থানীয় ভাষায় কী বলা হতো? (জান) [হিম্মাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক) পোকা  
খ) সূতা  
গ) এন্ডি  
ঘ) কাপড়

৪২. আসামী ভাষায় 'এন্ডি' বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়? (জান)

- ক) রেশমী সূতা  
খ) পশমী সূতা  
গ) মিহি সূতা  
ঘ) রঙিন সূতা

৪৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন অঞ্চলকে ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত বলা হয়েছে? (জান)

- ক) কুমিল্লা  
খ) রংপুর  
গ) ঢাকা  
ঘ) ফেনী

৪৪. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কী কারণে কৃষকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে বলেছেন? (অনুধাবন) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

- ক) সচেতনতা বৃদ্ধি করতে  
খ) আধুনিক করতে  
গ) সমৃদ্ধ করতে  
ঘ) ঐক্য সৃষ্টি করতে

৪৫. গ্রামে গ্রামে কী প্রতিষ্ঠিত হলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচবে? (জান) [মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]

- ক) পাঠশালা  
খ) কারখানা  
গ) হাসপাতাল  
ঘ) সভ্যতা

৪৬. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোন যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে? (জান) [বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) ইউরোপের মহাযুদ্ধ  
খ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ  
গ) মুক্তিযুদ্ধ  
ঘ) ব্রিটিশ যুদ্ধ

৪৭. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কৃষক কন্যার নাম কী ছিল?

(জান) [নোয়াগড়া কলেজ, নড়াইল; মদনমোহন কলেজ, সিলেট; রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর; সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা; সরকারি আকবর আলী কলেজ, উম্মাপাড়া, সিরাজগঞ্জ]

- ক) ছমিরন  
খ) আমিরন  
গ) জমিরন  
ঘ) করিমন

৪৮. রফিক উদ্দিন গ্রামবাসীকে বলেন, আমাদের দুর্দশা লাঘবের একমাত্র উপায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সুশিক্ষা অর্জন। উক্ত বিষয়টি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- ক) চাষার দুস্কু  
খ) আমার পথ

গ) জীবন ও বৃক্ষ  
ঘ) রেইনকোট

৪৯. 'এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নেই।'— এখানে ঐশ্বর্য কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? (অনুধাবন)

- ক) ধন-সম্পদের প্রাচুর্য  
খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য  
গ) যোগাযোগের উন্নতি  
ঘ) আত্মীয়তার বন্ধন

৫০. রোকেয়ার মতে, সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কী? (জান)

- ক) অহেতুক শ্রম  
খ) আলস্য  
গ) বিলাসিতা  
ঘ) কাজের প্রতি অনিহা

৫১. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে উল্লেখিত মোটা রেশমি কাপড়কে কী বলা হয়? (জান)

- ক) ক্যানভাস  
খ) এন্ডি  
গ) জামদানি  
ঘ) মসলিন

৫২. 'পখাল' বলতে কী বোঝায়? (জান) [সরকারি গ্রীনপার কলেজ, মুন্সীগঞ্জ; দেবিদ্বার এসএ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

- ক) হাত পাখা  
খ) পাত্তা ভাত  
গ) পাখির ডানা  
ঘ) এক ধরনের খাদ্য

৫৩. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধে কোনটি ফুটে উঠেছে? (অনুধাবন)

- ক) চাষার সমৃদ্ধি  
খ) চাষাদের দুর্দশা  
গ) চাষাদের সুখ-দুস্কু  
ঘ) চাষাদের সচ্ছলতা

৫৪. এন্ডি কাপড় — (অনুধাবন)

- i. বেশ গরম  
ii. দীর্ঘস্থায়ী  
iii. রেশম থেকে তৈরি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৫৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতে, কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচবে— (অনুধাবন)

- i. সভ্যতার বিকাশে  
ii. শিক্ষার বিস্তার ঘটলে  
iii. দেশীয় শিল্পের প্রসারে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষ।

দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা—

[ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]

৫৬. উদ্দীপকের সঙ্গে 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধের কোন উক্তিটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) ধান্য তার বসুন্ধরা যার  
খ) চাষাই সমাজের মেবুদন্ত  
গ) চাষার দারিদ্র্য  
ঘ) ধান ভানিতে শিবের গীত

৫৭. 'চাষার দুস্কু' প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয় স্থানে কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) চাষির দুঃখ  
খ) চাষির অবদান  
গ) চাষির বেদনা  
ঘ) চাষির হতাশা